রোমাঞ্চকর শিশু-উপন্যাস

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ভাদ্র—১৩৪১

দাম দশ আনা

কলিকাতা, ১৫ কলেজ স্কোয়ার
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ হইতে
শ্রীঅপূর্ব্বকুমার বাগ্‌চী কর্তৃক প্রকাশিত

মাসপয়লা প্রেস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত

এই বইখানি লেখার সময় মাসপয়লা সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, খ্যাতনামা প্রবীণ নাট্যকার বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শিল্পী বন্ধু অনন্ত ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি, এই বইয়ের প্রথমেই তাঁদের সেই প্রীতির কথা লিপিবদ্ধ করলুম।

বইখানি লেখার কাল ১৯৩৩ সাল।

অতর্কিতে জীবনের মাঝপথে
যে ভাইটী
আমাদের ছেড়ে চলে গেছে
তারই উদ্দেশ্যে—
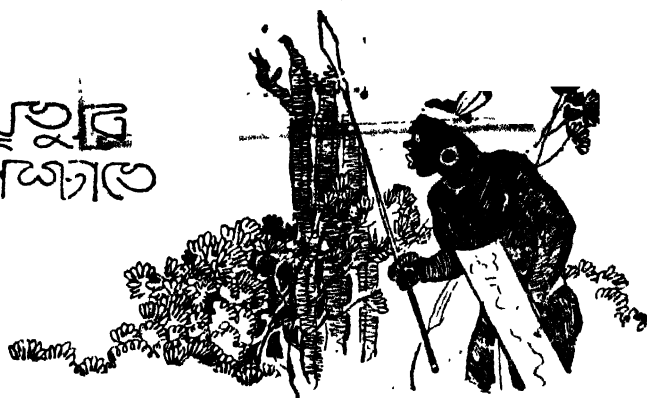
—গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুড়ুম্—

সরোজের হাত চালানোর আর বিরাম নেই। তার
তের 'গান্' (Gun) ঘুরে ঘুরে গুলি ছাড়ছে পিছনের
খানি এরোপ্লেনের পানে—গুলি ছোড়ার আর শেষ নেই।
নের এরোপ্লেন তিনখানি তবু বাধা মানে না—আরো
ারে ছুটে আসছে তাদের পানে। সরোজের 'গানের' উত্তরে
র 'গান্'ও গর্জ্জন করে উঠছে—গুড়ুম্—গুড়ুম্—!

আকাশে এরোপ্লেনের যুদ্ধ।—

শত্রুদের তিনখানি প্লেনের মাঝে সরোজেরা একা। দুপক্ষ
কেই গুলি চল্‌ছে অবিরাম—যেন এর শেষ নেই। একটি
লি যে কোন একখানি প্লেনের যায়গা মাফিক্ লাগ্‌লেই দেড়-
াজার ফিট্ উপর থেকে উড়ন্ত, এরোপ্লেনখানি গুলি-লাগা

পাখীর মত লটপট্ করতে করতে নীচে নেমে আসবে, জ
উপর আছড়ে পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চারিদিকে ছড়ি
যাবে, যে 'গানে'র মুখ থেকে এখন আগুন বেরুচ্ছে
টুক্‌রোগুলোও খুঁজে পাওয়া যাবে না তখন।

এমন অসুবিধায় সরোজ কোনদিন পড়েনি। তার উ
আদেশ হয়েছে শক্রসৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করার
আদেশ পেয়েই শত্রুদের মাথার উপর দিয়ে উড়তে
দু'পাঁচটা বোমা ফেলার লোভ সে সাম্‌লাতে পারেনি.
ফলে যে এমন বিপদ ঘটবে তা কে জানতো? কখন
মেঘের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে তিনখানি শত্রুদের উ
জাহাজ তাদের ঘিরে ফেলেছে, ডেভিড বা সরোজ কেউ
জানতেও পারেনি! জানলো তখন, যখন শণ শণ
শত্রুদের গুলিগুলো তাদের পাশ দিয়ে ছুট্‌তে লাগলো,
তিনদিকের তিনখানি উড়োজাহাজ থেকে 'গান্' গর্জ্জন কর
লাগলো—গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্-ম্—

তখন সাবধান হবার বা সরে' পড়বার আর সুযোগ
না। সরোজেরও 'গান্' গর্জ্জন করে উঠলো—গুড়ু
গুড়ুম্—

যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। তারপর অনেকক্ষণ কেটে গে
এতক্ষণ শুধু গুলিই চলেছে তবু একখানি উড়োজাহাজ

ঘায়েল হয়নি—এদেরও না, ওদেরও না। সরোজের হাতের তাগ্ কখনো লক্ষ্য হারায় না যার জন্য ক্যাপ্‌টেন্ সরোজকে প্রশংসা করতেন,—গুড্ সট্, ফার্স্ট ক্লাশ [good shot, first class] তাও আজ বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। এদিকে গুলিতো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ফিরে যাবারও উপায় নেই, শত্রুদের উড়োজাহাজ তিনখানি সে-পথ বন্ধ করে দিয়েছে—পিছনে, ডাইনে, ও বাঁয়ে আটক করেছে, শুধু সাম্‌নে এগিয়ে যাবার পথ আছে।

ডেভিড চালাচ্ছিল। প্রথমে সে চেষ্টা করেছিল পালাতে মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে ; মেঘের উপরে দিয়ে নীচে এসে, কিন্তু শত্রুদের দৃষ্টি সে এড়াতে পারেনি কিছুতেই, নিরুপায় হয়ে সে প্লেন্ চালাচ্ছিল প্রতি মিনিটে পাঁচ মাইল বেগে।

শত্রুদের তিন পাশের তিনটি উড়োজাহাজ থেকে মুহুর্মুহু 'গান্' গর্জ্জন করে উঠ্‌ছে—তিনদিক থেকে জ্বলন্ত গুলি ছুটে আসছে ওদের পানে, আর সরোজের হাতের একটি মাত্র 'গান্' ঘুরে ঘুরে পরপর ওদের তাগ্ করে গুলি ছুড়ে যাচ্ছে—ওরা তিনজন, এরা দুজন।

শত্রুদের গুলিগুলো পাশ কাটাবার জন্য ডেভিড উড়োজাহাজ চালাচ্ছিল এঁকে বেঁকে, সহসা তার কি একটা ভুল হয়ে গেল—শুধু একটি মুহূর্ত্তের জন্য। কিন্তু সেই একটি মুহূর্ত্তের মূল্যই তখন অনেক। সেই মুহূর্ত্তটার মধ্যেই একসঙ্গে তিনদিক

থেকে তিনটী গুলি এসে লাগ্‌লো সাম্‌নের মেশিনটায়। সঙ্গে সঙ্গে মেশিন্‌ বন্ধ হয়ে গেল, উড়োজাহাজখানি একপাশে কাৎ হয়ে পড়লো, কল-ছেঁড়া-ঘুড়ির মত শাঁ শাঁ করে নাব্‌তে লাগলো নীচের দিকে।

আর কয়েকটি মিনিট্‌ মাত্র—শুধু দেড়হাজার ফিট্‌ উপর থেকে মাটির উপর আছড়ে পড়তে যা দেরী! তারপর কাঁচের
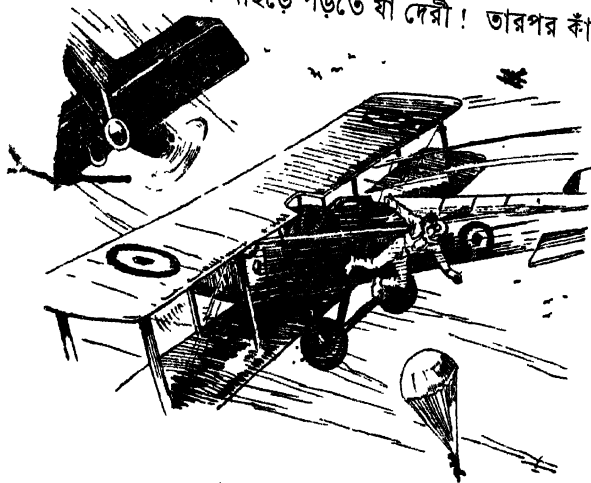
সরোজও লাফিয়ে পড়লো ডেভিডের পরেই

বাসনের মত ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চারিপাশে সব ছড়িয়ে যাবে! আর দেরী করার সময় নেই একটুও। ডেভিড তখনি সিট্‌ থেকে উঠে একপাশে এসে দাঁড়ালো, সরোজকে এক ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে—আর দেরী কোরনা লাফিয়ে পড়, বল্‌তে বল্‌তে

সে নিজে লাফিয়ে পড়লো। আর চুপ করে থাকার সময় তখন ছিলনা, সরোজও লাফিয়ে পড়লো ডেভিডের পরেই। প্যারাস্যুট্ পিঠে বাঁধাই ছিল—শুধু বাতাসে ফুলে উঠতে যা দেরী। এই অবসর টুকুই ভয়ানক। শাঁ শাঁ করে নীচের দিকে নামতে নামতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, বাতাসের চাপে। বুকে চাপ ধরে। কিন্তু বেশীক্ষণ এমন রইল না। কোন এক সময় বাতাসের ধাক্কায় প্যারাস্যুট্ খুলে গেল, তাদের নামার বেগ কমে গেল, ধীরে ধীরে বাতাসে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তারা নীচে নাব্‌তে লাগ্‌লো।

সরোজ এবার নীচের পানে তাকাবার সময় দেখ্‌লো ডেভিডের প্যারাস্যুট্ অনেক নীচে নেমে গেছে। এখুনি হয়তো গাছগুলির মাথা স্পর্শ করবে। নীচে শুধু গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দুপাশের বনটিকে ভাগ করে দিয়েছে একটি নদী, সূর্য্যের আলোয় তার জল গলানো-রূপোর মত দেখাচ্ছে। ডেভিডের প্যারাস্যুট্‌টা গাছের ফাঁকে ঢাকা পড়ে গেল, এতক্ষণে সে হয়তো নীচে নেমে গেছে। তাকে কিন্তু নদীর জলেই পড়তে হবে—ঠিক নীচেই তো।

—ফস্-স্-স্—

সরোজের উড়োজাহাজখানা টাল খেতে খেতে নীচে নামছিল, এসে পড়লো একেবারে সরোজের প্যারাস্যুটের

উপর। ফেঁসে গেল প্যারাস্যুটের রবারের আবরণ। সে ধাক্কায় প্যারাস্যুট্টী সরোজকে নিয়ে খানিকটা ছিট্‌কে সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সরোজ শণ শণ করে নীচে নাবতে লাগলো— এবার মাটির উপর আছড়ে পড়তেই হবে—মৃত্যু নিশ্চিত!

বাতাসের চাপে সরোজের বুকে টান ধরলো, ভয়ে সে চোখ বন্ধ করলো। নীচের পানে সে তখন তাকাতে পারছে না—এখুনি মাটির বুকে আছড়ে পড়ে তার হাড় ক'খানি চূর্ণ হয়ে যাবে! সেই ভীষণ মৃত্যুর সে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

হঠাৎ একটি গাছের ডালে সরোজের পা বেধে গেল। তার বেগ সাম্‌লাতে না পেরে শূন্যেই সরোজ দুপাক ঘুরে গেল। ঠিক্‌রে পড়ে যেতে যেতে সে শুনলে ডেভিড চীৎকার করছে—ডালটা ধরো সরোজ—ডালটা ধরো……

ডালটা কোথায় তাকাবার জন্য সরোজ চোখ চাইলে,দেখলে একটি ডাল ঠিক তার হাতের পাশেই। তাড়াতাড়ি ডালটা ধরে ফেলবার জন্য সরোজ হাত বাড়ালো কিন্তু ডালটা ততক্ষণে তার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। যদি আবার কোন ডাল হাতের পাশ দিয়ে যায় তারই অপেক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। কিন্তু আর কোন ডালের কাছে এসে পড়ার আগেই তার পতনের বেগ থেমে গেল—সে শূন্যে ঝুলতে লাগল। যখন ডালটি পায়ে লেগে ঠিক্‌রে সে দুপাক ঘুরে পড়ে, সেই সময় তার ফেঁসে যাওয়া প্যারাস্যুটের

কয়েকটি রবারের ফিতে সেই ডালটির সঙ্গে জড়িয়ে গেল, তাই মাটির উপর আছড়ে মরার হাত থেকে সে রক্ষা পেল।

নীচ থেকে ডেভিডের চীৎকার শোনা গেল—ওই ফিতেগুলো ধরে ধরে উপরে উঠে যাও, ডালটা গিয়ে ধরগে, তারপর গাছ বেয়ে নেবে পড়বে—

তাছাড়া নীচে নামার আর কোন. উপায়ও ছিল না, রবারের ফিতেগুলো ধরে ধরে সরোজ উপরে উঠতে লাগলো। তার হাতের, বুকের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো, নিশ্বাস পড়তে লাগলো জোরে জোরে।

গাছ বেয়ে মাটিতে নাবতে সরোজের বেশীক্ষণ গেল না। নীচে ডেভিড তারজন্য অপেক্ষা করছিল। সে নেমে আসতে ডেভিড বললে—দেখ, চারিপাশে কী জঙ্গল, এত বড় বড় গাছ আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও নাই। শেষে আমরা আফ্রিকার কোন্ জঙ্গলে এসে পড়লুম, নামবার সময় ম্যাপটা দেখলুম না।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—এখান থেকে ফিরে যাবার উপায় কী হবে ?

ডেভিড বললে—সে কথা পরে। এখন গাছের আড়ালে লুকোও দেখি, আমাদের দেখতে পেলেই ওরা বোমা ফেলবে—

—বুম্—ম্—ম্—

তাদের শ'দুয়েক গজ দূরে একটি বোমা ফাট্‌লো, ডেভিডের কথা শেষ হবার আগেই। শত্রুদের উড়োজাহাজ তিনখানি বাজ্‌পাখীর মত তখন গাছের মাথার উপর ঘুরছে। তারা দুজন একটি প্রকাণ্ড গাছের নীচে সরে গেল।

নিজের পিঠের প্যারাস্যুট্‌টা খুলে বেঁধে নিতে নিতে ডেভিড বললে—তোমার পিঠের ফেঁসে যাওয়া প্যারাস্যুট্‌টাই

ঠিক করে বেঁধে নাও সরোজ, এ জঙ্গলে কখন কী দরকারে লাগবে কিছুই বলা যায় না।

প্যারাস্যুট খুলে বেঁধে নিতে সরোজের পাঁচমিনিটের বেশী সময় লাগল না, শত্রুদের এরোপ্লেনের শব্দ তখন আর শোনা যাচ্ছিল না। ডেভিড বললে—ওদের তো আর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের না দেখতে পেয়ে ওরা এতক্ষণে ফিরে গেছে—নিশ্চয়ই—

—এখন আমাদের ফিরে যাবার উপায় কী হবে?—সরোজ জিজ্ঞেস করলে।

একটুখানি চুপ করে ডেভিড বললে—ফিরে যাবার একটি উপায় আমার মাথায় এসেছে। প্যারাস্যুটে নাবার সময় নীচে একটা নদী দেখেছিলে নিশ্চয়ই। আমাদের প্লেন্‌-খানা সম্ভবতঃ সেই নদীতে গিয়ে পড়েছে, নাহলে আশ-পাশের জমিতে যদি পড়তো তাহলে সেটি ভেঙ্গে যাবার শব্দ আমরা শুনতে পেতুম। আমাদের সি-প্লেন্‌ জলেও ভাস্‌বে। ভাস্‌তে ভাস্‌তে নদীর কোন খাঁজে যদি আট্‌কে যায় তাহলে সেটিকে খুঁজে বের করে তাতে চড়ে বসতে হবে—

ডেভিডের কথা শেষ হবার আগেই কয়েকটি গাছের আড়ালে কেমন যেন খস্‌ খস্‌ শব্দ শোনা গেল, শুকনো পাতার উপর দিয়ে কারা যেন চল্‌ছে। সে শব্দ শুনে তুজনেই মুখ ফেরালে, দেখলে গাছের আড়ালে

দাঁড়িয়ে একটি মিশ্‌মিশে কালো লোক, দুষমনের মত চেহারা। মাথা ছোট। কালো মুখের মধ্যে থেকে শাদা চোখ দুটো যেন ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ করছে, নীচের ঠোঁটটা অস্বাভাবিক পুরু, উল্টে পড়েছে নীচের দিকে। গলায়, কোমরে আর হাঁটুর নীচে বড় বড় শাদা পালক বাঁধা। ডান হাতে একটি বল্লম মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, বাঁ হাতে তেমনি বড় একখানি ঢাল, নানারকম নক্‌সা আঁকা তার উপরে। তারপানে সহসা দৃষ্টি পড়লে ভূতের চেয়ে বেশী ভয় করে। এরা তাকে দেখতে পেয়েছে দেখে সেই জংলীটি একটি গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিলে।

হঠাৎ কোন বিপদ হতে পারে ভেবে সরোজ ও ডেভিড কোমরের বেল্‌ট থেকে দোনলা পিস্তল বের করে ফেললে। ঠিক সেই সময় পিছন দিক থেকে দুটি বল্লম শাঁ করে কাণের পাশ দিয়ে গিয়ে সামনের গাছটায় বিঁধলো, ভাগ্যে পিস্তল বের করতে গিয়ে মাথাটা একটু নামিয়ে নিয়েছিল, না হলে কী হোত বলা যায় না! সরোজ ও ডেভিড পিছন দিকে তাকালে, সরোজের হাতের পিস্তল খট্‌ করে শব্দ করে এক ঝিলিক্‌ আগুন ছিট্‌কে ফেল্‌ল।

আশ-পাশের গাছের ফাঁকে ফাঁকে যে ক'টী জংলীর মুখ দেখা যাচ্ছিল, সেগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে সরে গেল, কাউকে গুলি লাগলো কিনা জানা গেল না, তবে কিছুক্ষণ তাদের আর সাড়া

পাওয়া গেল না। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে সরোজ বললে—এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদে পড়তে হবে।

—হ্যাঁ, চল এবার আমরা নদীর দিকে যাই। কিন্তু খুব সাবধানে আমাদের এগুতে হবে—চারিদিকে নজর রাখো, ওরা আমাদের চারিপাশে ছায়ার মত ঘুরছে, একটু সুযোগ পেলেই ওরা আবার বল্লম ছুঁড়বে—

সরোজ এগুলো, ডেভিডও তার সঙ্গে চললো সাবধানে সন্তর্পণে। খুব তাড়াতাড়ি তারা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে—ছোট বড় আগাছা, কাঁটাগাছ, ভেঙেপড়া গাছের ডাল—সব ডিঙিয়ে, লাফিয়ে, পাশ কাটিয়েও সে জঙ্গলে তারা তাড়াতাড়ি চলতে পারছিল না। একটু গিয়েই একটি পায়ে-চলা-পথের মত সরু রাস্তায় তারা এসে পড়লো। পথ বলেই সেটা মনে হয়, বরাবর গেছে পূব্‌ দিকে—নদীতেই হয়তো।

পথটায় এসে পড়তেই দুজন জংলী পথ আটক করে সামনে এসে দাঁড়ালো। তাদের হাতের বল্লম দু'টো মাথার উপর তুলে ধরলো—ঝক্‌মক্‌ করে উঠলো, তারপরেই বল্লম দুটি ছুড়ে দিলে সরোজ ও ডেভিডের পানে। গুলি করার সময় তখন ছিল না। ডেভিড তাড়াতাড়ি সরে না দাঁড়ালে বল্লমটি তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলতো নিশ্চয়ই। সরোজের কিন্তু পাশ কাটিয়ে নিতে একটু যেন দেরী হয়ে গেল। সেইটুকুর জন্যই তার পায়ের গুলি ভেদ করে গেল দ্বিতীয় বল্লমে। উঃ

বলে সরোজ তখনি মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের গাছের আড়ালে জংলীগুলো হৈ হৈ করে চীৎকার করে উঠলো।
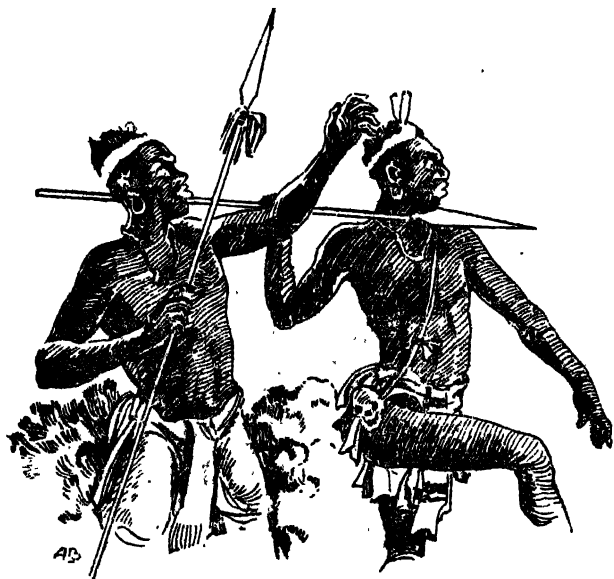
এবার ডেভিড পিস্তলের ঘোড়া টিপ্‌লে। পিস্তলের আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে যে দুজন জংলী এগিয়ে এসে বল্লম ছুড়েছিল, তাদের একজন আর্ত্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো মাটির উপর—এবারকার গুলি আর ব্যর্থ হয়নি।

ভাব্‌বার সময় তখন নেই।

সরোজের পা থেকে বল্লমটি টেনে খুলে ফেলতে ডেভিডের দু'সেকেণ্ডের বেশী সময় ছিল না। অসহ্য যন্ত্রনায় সরোজের তখন চেতনা নাই। ডেভিড তার দেহটী অনায়াসে কাঁধের উপর তুলে নিলে। তারপর পিস্তলটা একবার বাগিয়ে ধরে, সাম্নে, পিছনে, চারিপাশে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে ডেভিড ছুটতে স্বরু করে দিল।

জংলীগুলো সুযোগ বুঝে তার পিছু পিছু তাড়া করে এল গাছের আড়ালে আড়ালে। কে একজন একটু সাহস করে ডেভিডের পিছনের ফাঁকা পথটাতেই এসে পড়েছিল। জংলীটি খুব কাছে এসে পড়েছে দেখে ডেভিড ফিরে দাঁড়ালো, পিস্তলের ঘোড়া টিপলো। লক্ষ্য তার ব্যর্থ হ'ল না। জংলীটি তখনি দু'হাতে বুক চেপে ধরে মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

পরপর দুজনকে অমন ভাবে মরতে দেখে ডেভিডের সামনে ফাঁকায় আসতে কেউ আর সাহস করলে না।

তাব'লে তারা ছাড়লে না। আগের মতই সাবধানে গাছের আড়ালে আড়ালে ডেভিডের সঙ্গে আসতে লাগলো।

সরোজকে কাঁধের উপর নিয়ে ছুটতে ছুটতে ডেভিড হাঁপিয়ে পড়ে, দম নেবার জন্য একটু থামে, পিছনে একবার ঘুরে দাঁড়ায়, জংলীদের ভয় দেখাবার জন্য একবার পিস্তলের আওয়াজ করে, তারপর আবার ছুটতে থাকে। নদী কতদূরে কে জানে!

এত তাড়াতাড়ি নদীতে এসে পড়বে ডেভিড ভাবেনি,

গাছের ফাঁকে ফাঁকে সাম্‌নে রুপোলী জলের রেখা সে দেখতে পেলে। সে জোর পেলে, আরো তাড়াতাড়ি সে ছুট্‌লো সরোজকে নিয়ে।

নদীর তীরে যখন ডেভিড এল, সরোজের পায়ের রক্তে তখন তার জামার বুকটা লাল হয়ে গেছে।

নদীর পানে তাকিয়ে ডেভিড অবাক্ হয়ে গেল—যা দেখলে তা সে ভাবতেও পারেনি। নদীর ওপারে দৃষ্টি চলে না, শুধু জল আর জল, এপারে যতদূর দেখা যায় শুধু জঙ্গল—গাছের পর গাছের সারি। কতকগুলি সরু সরু লম্বা লম্বা ছিপ্-নৌকো এপাশে চড়ার ওপর টেনে তুলে আনা হয়েছে—দাঁড়-গুলোও রয়েছে। সম্ভবতঃ যে জংলীগুলো তাদের মারবার চেষ্টা করছে তারাই এই নৌকোগুলো চড়ে এসেছে এখানে। তীর থেকে হাত পঞ্চাশ দূরে তাদের উড়োজাহাজখানা ভাসছে নৌকোগুলোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। উড়োজাহাজ-খানিকে দেখে ডেভিডের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কী করতে হবে ভেবে নিতে ডেভিডের এক মিনিটের বেশী সময় গেল না। ছুটে সে নেমে গেল তীরের একখানি নৌকোর পাশে। সরোজকে কাঁধ থেকে নামিয়ে নৌকোর মধ্যে বসিয়ে দিয়ে নৌকোখানিকে দু'হাতে ঠেলে সে চড়া থেকে জলের মধ্যে নিয়ে গেল। জলে গিয়ে নৌকোখানি ভাসতেই তার মধ্যে সে লাফিয়ে উঠলো, তারপর নৌকোর মধ্যে থেকে

দাঁড় দু'খানি তুলে নিয়ে টানতে সুরু করে দিলে। এরই ফাঁকে একবার এক আঁজ্‌লা জল নিয়ে সরোজের চোখে মুখে সে ছিটিয়ে দিল। নদীর ঠাণ্ডা বাতাসে ক'মিনিটের মধ্যেই সরোজের চেতনা ফিরে এল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে আস্তে আস্তে উঠে বসলো। তাকে উঠে বসতে দেখে ডেভিড জিজ্ঞেস করলে—পকেটে রুমাল আছে?

তখনও সরোজের ঘোর ঠিক কাটেনি। প্যাণ্টের দু'দিকের পকেটে হাত পূরে দিয়ে দু'খানি রুমাল টেনে বাহির করতে করতে সরোজ বললো—আছে।

ডেভিড বললো—রুমাল দু'খানা জলে ভিজিয়ে নিয়ে পায়ের কাটা জায়গাটায় বেঁধে নাও, তারপর হালটা ধর দিকি—

ডেভিডের চট্‌পটে ইংরাজী কথাগুলো শুনে সরোজের ঘোর কেটে গেল। পায়ের কাটা জায়গাটার কথা তার মনে পড়ে গেল, জংলীগুলোর কথাও তার মনে পড়লো। নৌকোর এক পাশে নীচু হয়ে রুমাল দু'খানা ভিজিয়ে নিতে নিতে নদীর চা'রপাশে সে একবার তাকিয়ে নিল। নদীর তীরের জংলীগুলো তখন নৌকোয় চড়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে। সরোজ তাড়াতাড়ি ভিজে রুমাল দু'খানা দিয়ে নিজের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফেললে, তারপর নৌকোর শেষে হাল হিসাবে যে কাঠখানা বাঁধা ছিল—সেটা ধরলে নৌকোর গতি ঠিক

করার জন্য। সামনে উড়োজাহাজখানিকে ভাসতে দেখে সে নৌকোর মুখ ঠিক করে দিল, এরোপ্লেনেই যে তারা যাচ্ছে তা বুঝে নিতে তার দেরী হ'ল না।

ডেভিড এবার বললে—কেমন বোধ হচ্ছে, পায়ের কাটায় যাতনা হচ্ছে তো খুব ?

সরোজ হাসলে, বললে—সৈন্য হ'তে গেলে অমন দু'একটা চোট্ সইতে হয়! ওসবে আমার কিছু হয় না। তুমি তো জানো সেবার গুপ্ত চিঠি দেবার সময় একটা গুলি চলে গিয়েছিল আমার গলা ঘেঁসে। তবু চিঠি ঠিক দিয়ে এসেছিলুম। ঘাড়ের সেই ঘা সারাতে পরে ছ'মাস লেগেছিল।

ডেভিড বললে—প্রথমে শুনেছিলুম ভারতীয়েরা ভীরু, কিন্তু এই যুদ্ধে তোমাদের শক্তি সাহস দেখে তোমাদের আর ভীরু বলা চলে না।

সরোজ একটু হাসলে শুধু।

নদীর টান ভয়ানক, জংলীগুলোও তাড়াতাড়ি নৌকো করে ছুটে আসছে, আর একটু কাছে এসে পড়লেই ওরা বল্লম ছুড়বে। আর একা ডেভিড ওদের সঙ্গে দাঁড় টেনে পেরে উঠবে কেন। একখানি নৌকো ক্রমে হাত পঞ্চাশের মধ্যে চলে এল, নৌকোখানির উপরে একজন উঠে দাঁড়ালো। ডেভিড দাঁড় ছাড়তে পারলে না, তা'হলে নৌকো ঘুরে গিয়ে টানের মুখে ভেসে যাবে; এরোপ্লেনে পৌছানো

যাবে না। সরোজকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসার সময় সরোজের পিস্তলটী ডেভিড পকেটে নিয়েছিল, সেটি পকেট থেকে বাহির করে সরোজের হাতে দিয়ে বললে—গুলি চালাও—

এক হাতে হাল ধরে অপর হাতে তাগ্ করে গুলি ছোড়ার আগেই সামনের নৌকোর দাঁড়িয়ে-ওঠা জংলীটি সরোজদের নৌকোর পানে একটী দড়ি ছুড়ে দিলে। দড়িটীর মুখে একটী পাথর বাঁধা, দড়িটী এমন ভাবে ঘুরিয়ে সে ছুড়ে দিলে যে, পাথর শুদ্ধ দড়ির সে মুখটী এসে জড়িয়ে গেল সরোজের হাতের নীচের নৌকোর হালটীর সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে হড় হড় করে জংলীটি নৌকোখানা টানতে স্থরু করে দিল। বাকী সব জংলীদের নৌকোগুলো থেকে একটা হৈ চৈ আনন্দের শব্দ উঠলো।

গুলি করা আর হোল না। পিস্তলটা ছুড়ে ডেভিডের সামনে ফেলে দিয়ে সরোজ কোমরের বেল্ট্ থেকে 'স্কাউট' ছুরীখানা (Scout knife) নিয়ে একহাতে দাঁতে করে ছুরীখানা খুলে ফেললে, তারপরেই ঘস্ ঘস্ করে দড়িটা কাটতে স্থরু করলে। কাট্‌তে কাট্‌তে এদের নৌকোখানা এসে পড়লো জংলীদের নৌকোর একেবারে পাশেই। আর :একখানি নৌকোর উপরে আরেকজন জংলী দাঁড়িয়ে উঠে সরোজকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুড়লো, বল্লমটী যে ভাবে আসছিল, তাতে চোখের পলকের মধ্যে তার বুক ভেদ করে ফেলতো। ঠিক

সেই সময় তাদের নৌকোখানি টাল খেয়ে সাঁ করে ঘুরে গেল।—একটা প্রকাণ্ড কুমীর মস্ত হাঁ করে ভেসে উঠলো তাদের নৌকোর পাশে। সরোজ রক্ষা পেল।

এইখানে একটু মজা হোল। যে বল্লমটা ছোড়া হয়েছিল সরোজকে লক্ষ্য করে, নৌকোখানি ঘুরে যেতে সরোজের
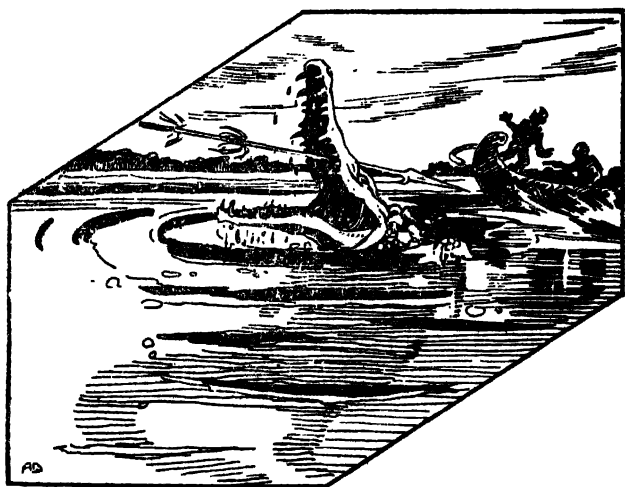
গায়ে তো সেটি লাগলোই না, কিন্তু কুমীরটা প্রকাণ্ড হাঁ করে নৌকোর পানে ভেসে উঠতেই বল্লমটা এসে পড়লো একেবারে সেই কুমীরটার মুখের মধ্যে। কুমীরটা তখনি জলের মধ্যে ডুবে গেল, সরোজের ছুড়ে-দেওয়া পিস্তলটা তুলে নিয়ে ডেভিড এবার গুলি চালালে- দ্যাড়ুম—!

নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে যে জংলীটি বল্লম ছুড়েছিল, সে এবার ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

কুমীরটা আবার ভেসে উঠলো, বল্লমটা নিশ্চয়ই তার মুখে বিঁধেছিল, লেজের ঝাপ্‌টায় সে সেখানকার নদীর জল তোলপাড় করে তুললো, সরোজদের সামনের নৌকোখানি সহসা উল্টে গেল, জংলীদের বাকী সব নৌকোগুলো পিছু হটে এদিকে ওদিকে ছিট্‌কে গেল, কুমীরের দাপাদাপিতে একটা ভয়ের সাড়া পড়ে গেল তাদের মধ্যে। সরোজদের নৌকোও ছিট্‌কে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, পিস্তলটা সরোজের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ডেভিড আবার দাঁড় তুলে নিলে, সরোজ হাল ধরলে।

এবার তারা উড়োজাহাজের পিছনে এসে পৌছালো।

নৌকোখানিকে সেখানেই বেঁধে তারা উড়োজাহাজের মধ্যে গেল। জলের উপরে পড়ায় এরোপ্লেনখানির বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি, সি-প্লেন (Sea-plane) তাই জলেও ভাসছে, শুধু কয়েকটি গুলি লেগে মোটরটা একেবারে অচল হয়ে গেছে।

ভিতরে গিয়ে আগেই ওরা যে দড়িগুলো দিয়ে উড়োজাহাজখানি ডাঙ্গার সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলো চট্‌পট্ কেটে

ফেল্লে—স্রোতের টানে সি-প্লেন ভেসে চললো,সরোজ বললে —মোটর তো বিগড়ে গেছে, এত বড় প্লেনখানাকে দু'জনে দাঁড় টেনেও বিশেষ সুবিধা করতে পারবো না, তার চেয়ে স্রোতের টানে ভেসে চলুক, তীরের দিকে কোন সহর দেখলে ভিড়িয়ে নেবার চেষ্টা করবো।

ডেভিড বললে—যদি সহর কোনদিকে না দেখা যায় তাতেই বা কী ? নদী থেকে আমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়বো, এত বড় যুদ্ধ হচ্ছে আর সমুদ্রে কী একখানি জাহাজও আমরা দেখতে পাব না ?

এরোপ্লেন স্রোতের মুখে ভেসে চললো।

এরোপ্লেনের মধ্যে খাবার জন্য কিছু বিলিতী দুধ আর বিস্কুট ছিল, তাই কিছু কিছু খেয়ে এরোপ্লেনের মধ্যে আধ-শোয়া অবস্থায় দু'জন দু'পাশে মুখ করে বসে রইল—বিশ্রামও হবে, দু'পাশের তীরে দৃষ্টি রাখাও হবে।

পিছনে ধীরে ধীরে জংলীদের নৌকোগুলো দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণ পরিশ্রম করে এরা বিশেষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বসে থেকে থেকে কোন এক ফাঁকে এরা ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে।

স্রোতের মুখে তেমনি সি-প্লেন ভেসে চলেছে, দু'পাশের

তীরে তখনও তেমনি জঙ্গল—গাছের যেন আর শেষ নেই।

• •

কিছু দুধ আর বিস্কুট বাকী ছিল সেগুলো দু'জনে শেষ করে ছাদে উঠে এল, দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকালো—জঙ্গলের শেষ কোথায় দেখবার জন্য। কিন্তু সাদা চোখে যতদূর দৃষ্টি চলে জঙ্গল ছাড়া দেখা গেল না আর কিছুই। চুপ করে ছাদে তারা বসে রইল বিষণ্ণ ভাবে।

সরোজের আঘাত-লাগা পা'টা আজ বেশ ফুলে উঠেছে, ওষুধ পথ্যের অভাবে কী হবে কে জানে!

সরোজ আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিকালের দিকে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল ডেভিডের ধাক্কা খেয়ে—ওঠো, ওঠো, চিয়ার আপ্ (Cheer up) সরোজ—চিয়ার আপ্!

সরোজ উঠে পড়লো, জিজ্ঞেস করলে—কী হে, ব্যাপার কী বলতো, অতো চীৎকার করছ কেন?

—নদীর ওই ও-পাশে একটা ছোট কেল্লার মত দেখা যাচ্ছে না—ওই যে—আঙুল দিয়ে অনেক দূরে একেবারে আকাশের কোলে ডেভিড কেল্লার মত কি একটি দেখালে।

সরোজের সন্দেহ হোল, বললে—জংলীদের গ্রাম নয় তো?

ডেভিড ঠিক করে কিছুই বলতে পারলে না, বললে—খুব সম্ভব ওটা একটি কেল্লা, ওদিকে বনটাও তো শেষ হয়ে

গেছে, হয়তো একটা ছোটখাটো সহর-টহর আছে ওখানে।

সরোজ সেদিকপানে তাকিয়ে থেকে বললে—দেখা যাক।

ডেভিড বললে—ওখানে পৌঁছুতে আর কতক্ষণই বা লাগবে, মাইল দুয়েকের বেশী তো আর নয়, খুব বেশী লাগে তো ঘণ্টাখানেক।

সরোজ তখনো সেদিকপানে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, বললে—হ্যাঁ ওই আর কত!

—কেল্লা হলে, ওখানে সহরও আছে নিশ্চয়ই।

—হুঁ!

সরোজকে ভাল করে কথা কইতে না দেখে ডেভিড এবার বিরক্ত হোল, বললে—অমন করে ওদিকে তুমি কী দেখছ একদৃষ্টে?

সরোজ এবার মুখ ফেরালে, ডেভিডের মুখের পানে চেয়ে হেসে বললে—একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণী!

—ঘূর্ণী?

—হ্যাঁ।

কপালে হাত ঠেকিয়ে রোদ আড়াল করে ডেভিড সেদিকে তাকালো। ভালো করে লক্ষ্য করতেই তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে দেখলে মাইলখানেক দূরে কেল্লাটার একটু এদিকে অনেকখানি যায়গা জুড়ে নদীর জল চাকার মতো ঘুরছে, সে

ঘূর্ণীর টানের মুখে পড়লে এরোপ্লেন শুদ্ধ তারা কোথায় তলিয়ে যাবে। এরোপ্লেনখানি সেই ঘূর্ণীর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

চোখের উপর থেকে হাত নামিয়ে ডেভিড সরোজকে জিজ্ঞেস করলে,—আমরা এখন কী করবো ?

ঘূর্ণীটাতো এখনও মাইলখানেক দূরে আছে, নীচে নেমে গিয়ে আমরা দু'জনে দাঁড় টানিগে, ঘূর্ণীটাকে পাশ কাটিয়ে তীরের ধার দিয়ে দিয়ে নৌকোখানা নিয়ে গেলেই হবে।

—এখন থেকে দাঁড় টানলে ঘূর্ণীর টানে পড়ার আগে আমরা তীরের কাছে যেতে পারবো ?

—খুব—খুব !

—বেশ তবে তাড়াতাড়ি নীচে চল—

তারা নীচে নেমে এল। জংলীদের যে নৌকোখানা চড়ে তারা এসেছিল, তার মধ্যে দু'খানা দাঁড় ছিল। সে দাঁড় দু'খানি দু'জনে নিয়ে প্লেনখানির দু'পাশে বসে পূরোদমে তারা দাঁড় টানতে স্বরু করে দিলে।

আধঘণ্টা অবিরাম দাঁড় টেনে তারা তীরের কাছে চলে এল।

তীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তারা কেল্লাটার পানে

তাকালো, সত্যিই হয়তো ওটা একটা কেল্লা, তবে ওপাশের জঙ্গলটা একটু ফাঁকা,—ফাঁকা হলেও সহর তো দেখা যায় না —গাছের ফাঁকে তো গ্রামও না, একখানি বাড়িও না!... তবে সামনে খানিকটা জায়গা পাঁচিল দেওয়া রয়েছে যেন। ওইটাই হয়তো গাঁয়ের চারিপাশের পাঁচিল, বুনো জন্তু কি জংলীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই হয়তো অমন পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে...আর নয়তো ওটা জংলীদের কোন মন্দির! হয়তো ওইটে তাদের সহরের পাঁচিল—তাহলে, তাহলে তো তারা এখনি ধরে ফেলবে। একবার ধরতে পারলে তখন কী করবে কে জানে, হয়তো গায়ের চামড়াই ছাড়িয়ে নেবে, কী পুড়িয়ে মারবে...না, পকেটে পিস্তল থাকতে ওদেরকে তারা ধরবে কী?—ডেভিড আর সরোজ ভাবছে এমন সময় পাঁচিলের পাশে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ক'জন কালো জংলীকে দেখা গেল। তীরের দিকে তাদের আসতে দেখে ডেভিড বললে— দেখছ সরোজ, আরেকদল জংলী— আগের তারাই হয়তো!

সরোজ বললে—ওরা আমাদের আক্রমণ করার জন্যই এদিকে আসছে, ওদের সঙ্গে লড়ার জন্য আগে আমাদের তৈরী হতে হবে—

ডেভিড বললে—দু'দিকেই বিপদ! এদিকেও আবার দেখতে হবে ঘূর্ণীর মধ্যে গিয়ে না পড়ি।

সরোজ দুঃখের হাসি হাসলে, বললে—এমনিই হয়—বিপদ যখন আসে চারিপাশ থেকেই আসে।

পিস্তল দুটো বের করে নিয়ে ডেভিড আর সরোজ টোটা ভরে নিলে। তারপর এরোপ্লেনের ভিতর একেবারে শুয়ে পড়লো, বাহির হয়ে রইল শুধু চোখ দুটি আর পিস্তলের মুখটী। আড়াল থেকে গুলি চালাবার জন্য তৈরী হয়ে জংলী-গুলোকে তারা লক্ষ্য করতে লাগলো, দাঁড় না টানলে এরোপ্লেনখানা যে ঘূর্ণীর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে সে কথা আর তখন তাদের মনেও রইল না।

গুলি কিন্তু চালাতে হোল না।

জঙ্গলের গাছের আড়াল থেকে প্রথম যিনি ফাঁকায় এসে দাঁড়ালেন তিনি গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারীর মত; একবার তাকালেই মনে হয় তিনি বেশ সভ্য-ভব্য ধার্ম্মিক লোক। পরণে বার্ম্মিজ মনক্‌দের মত একখানি গেরুয়া রংয়ের কাপড়। তিনি নদীর জলের ধারে এগিয়ে এলেন, তাঁর পেছনে সেই কালো কালো একদল, তবে এদের হাতে বড় বড় ঢাল আর বল্লম নেই। ব্রহ্মচারীর মত লোকটী ভালো করে একবার এরোপ্লেনখানার পানে তাকালেন, আড়াল থেকে এদের দু'জনকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকতে দেখে, অল্প একটু হেসে হাত তুলে এদের থামতে ইসারা করে পরিষ্কার ইংরাজীতে বল্‌লেন—প্লেন

তীরে ভিড়ান—নেমে আসুন, ভয় নেই—আমি ইণ্ডিয়ান (Indian) !

পিস্তলটা খাপে পূরে সরোজ বললে—তাহলে ওরা বন্ধু ভাবেই এসেছে, চল প্লেনখানা তীরে ভিড়ানোর চেষ্টা করা যাক—দু'জনে উঠে বসে দু'পাশে সরে গিয়ে আবার দাঁড় টানতে সুরু করলো।

—ও যদি সত্যিই ভারতের লোক হয় তাহ'লে আমাদের আর কোন ভাবনা নেই—দাঁড় টানতে টানতে সরোজ বললে।

—সম্ভবতঃ ওদিকে একটি সহর আছে—ডেভিড বললে।

প্লেনখানা কিনারার ধারে আসতেই ব্রহ্মচারী তার সঙ্গের লোকদের কি বললেন। তাঁর কথা শুনে দু'জন জংলী একগাছি লম্বা দড়ি নিয়ে জলে নেমে পড়লো, সাঁতরে এসে তারা প্লেন্খানি ধরলো। তারপর প্লেনের পাখার একটি গরাদের সঙ্গে দড়িগাছি বেঁধে ফেলে তীরে ফিরে গিয়ে সেই দড়ি ধরে টেনে প্লেনখানিকে ডাঙ্গায় তুলে ফেললো, নীচে চাকা দেওয়াই ছিল, বিশেষ কষ্ট পেতে হোল না।

ব্রহ্মচারী ভদ্রলোকটীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আসলে তিনি ইচ্ছা করে গেরুয়া পরেন নি, এখানকার ধুলোয় কাপড় এমন কালো হয়ে যায় যে, আর পরা চলে না, তাই জংলীদের

কাছ থেকে খানিকটা হলুদের মত গাছের আঠা জোগাড় করে তিনি কাপড়গুলোকে রঙিয়ে নিয়েছেন।

তার উপর তিনি বাঙলা, ইংরাজীও বড় কম জানেন না. ডেভিড ও সরোজের সঙ্গে তাঁর গল্প জমে উঠলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ভদ্রলোক প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা তো সৈন্য দেখছি—যুদ্ধের খবর কি ?

—জার্ম্মাণরা এখনও এগুচ্ছে, শীঘ্রই তারা প্যারিস দখল করবে হয়তো—সরোজ বললে।

—আপনারা এদিক দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লেন কেমন করে, এরোপ্লেন্ পথে বিগ্‌ড়ে গেছিল বুঝি ?

—না যুদ্ধ করতে করতে।

—যুদ্ধ করতে করতে ?

—হ্যাঁ, বলে সরোজ তাকে এরোপ্লেন্-যুদ্ধের কথা,—তিন-দিকে শত্রুর আক্রমণে, কি করে আত্মরক্ষা করে পালাতে পালাতে গুলি লেগে প্লেনের কল বিগ্‌ড়ে গেল—একে একে সব বলে গেল।

সব শুনে ভদ্রলোক বল্‌লেন—তাহলে কাল থেকে তো আপনাদের খাওয়া হয়নি কিছুই, তার ওপর এখানে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা আমার অন্যায় হয়েছে—চলুন চলুন।

সকলে অগ্রসর হোল।

বনের মধ্যে দিয়ে একটি সরু পথ ধরে একটু গিয়েই পাঁচি-লের ফটকের সাম্‌নে তারা এসে পড়লো। ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল চারিপাশে বাগান, মাঝে মাঝে কয়েকটী কুঁড়ে ঘরের মত, আর মাঝখানে সেই কেল্লার মত গম্বুজটী। ভিতরে এসে ভদ্রলোক বল্‌লেন—এই আমার সহর, আমি এখানকার রবিন্‌সন্‌ক্রুসো—

গম্বুজটীর দিকে আঙুল দেখিয়ে ডেভিড জিজ্ঞেস করলো—ওটা ?

—ওটা ? ওটা আমাদের অবজারভেটরি, শত্রুরা আস্‌ছে কিনা ওর উপর থেকে আমরা নজর রাখি। শুধু কাঠ আর মাটি দিয়ে ওটা আমি তৈরী করিয়েছি—

—আপনি এখানে এসে আছেন কেন, চাকরীর দায়ে বুঝি ?

—চাকরী ? এতো জঙ্গল, এখানে আবার কিসের চাকরী —ভদ্রলোক হাস্‌লেন, হেসে বল্‌লেন,—সে অনেক কথা, আপ-নারা খেয়ে দেয়ে শান্ত হন, তখন সব বলবো।

ইতিমধ্যে বছর চৌদ্দর একটী ফুট্‌ফুটে ছেলে ছুটে এল, ভদ্রলোকটিরপানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—বিনয়দা, এরাই বুঝি এরোপ্লেনে এলো ?

—হ্যাঁ সনি।

লোকটীকে ছেলেটী যখন 'বিনয়দা' বলে ডাকলে তখুনি সরোজ বুঝলে লোকটীর নাম 'বিনয়' আর ছেলেটীর নাম 'সনি'।

সনি এদের দু'জনের মুখেরপানে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে সরোজের সামনে এসে বললে—আপনারা দু'জন মাত্র ?

—হ্যাঁ, সনি।…সরোজ বললে।

সরোজের মুখে নিজের নাম শুনে অবাক্ হয়ে গেল, জিজ্ঞেস করলে—আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে, বিনয়দা বলেছেন বুঝি ?

—না, তোমার বিনয়দা যে এখনি তোমায় 'সনি' বলে ডাকলেন।

—ওঃ, যাক্‌গে ওকথা, আপনার নামটী কী বলুন তো ?

—সরোজকুমার সরকার।

—আর ওর নাম—ডেভিডের দিকে সনি আঙুল দেখালে।

—ডেভিড ফ্রিগার্ড ?

—আপনারা এখনি যাবেন তো, আমি কাপড় জামা পরে নেব, বিনয়দাকে আর আমাকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু, জায়গা নেই বল্‌লে হবে না, তা কিন্তু আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, জংলীগুলো কী ভীষণ বদমাস……

সনির কথায় বাধা পড়লো। অবজারভেটরীর পাশে একটি

কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে বিনয়বাবু বল্‌লেন—এই আমার বাড়ি, ভিতরে আসুন।

খেতে বসে বিনয়বাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে সরোজ জিজ্ঞেস্ করলে—বিনয়বাবু আমাদের কথা তো শুনলেন, আপনার কথাটা এবার বলুন, আপনি এই জঙ্গলে এসে পড়লেন কি করে?—এই ক'জন জংলী চেলা-চামুণ্ডাই বা যোগাড় করলেন কেমন করে?

হেসে বিনয় বাবু বল্‌লেন—সে অনেক কথা—আমরা এখানে এসেছিলাম সোণার খনির সন্ধানে—

—কী রকম?

—বিনয়বাবু বললেন—বি-এ তে ফার্স্ট হয়ে আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাতে যাবার যোগাড় করছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। বাবার অনেক সম্পত্তি ছিল, সে সব পাবার জন্য কয়েকজন জ্ঞাতিশত্রু আমার পিছনে গুণ্ডা লাগালো। ত্ব-একজন জানাশুনা লোক আমায় আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল তখন খেয়াল করিনি। শেষে একদিন সার্কাস দেখে ফিরছি, রাত তখন বারোটা হবে এমন সময় হঠাৎ ত্ব'টি গুণ্ডা আমায় আক্রমণ করলে, হাতে তাদের বড় বড় ভোজালি আর একটু হলেই মেরে দিয়েছিল আর কি। তাদের ছুটে আসার শব্দ পেয়ে পিছু ফিরেই দেখি একেবারে আমার বুকের ওপর ত্ব'খানি ভোজালি পড়ে আর কি, যুযুৎসুর প্যাঁচ

জানা ছিল তাই রক্ষা।···যাক্ তারপরেই কলকাতায় থাকা আর ঠিক হবে না বুঝে পড়াশুনা করার জন্য বিলেতে গেলুম।

সেখানে সনির বাবার সঙ্গে আলাপ হোল, কিছুদিন আলাপ পরিচয়ের পর সে আমার সাহায্য চাইলে, আফ্রিকায় সোণার খনির সন্ধানে যাবার জন্য। সে সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর সে রাখতো, কয়েকখানি প্ল্যান্ (plan) আমায় দেখালে, দিন-কয়েক আলোচনা করার পর মতলব ঠিক করে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। লোকজন নিয়েছিলুম জন-কুড়ি। প্রথমে জ্বরেই তো সাতজন মারা গেল, তারপর জংলীদের অত্যাচারে এগোতে পারা গেল না মোটেই। সনি'র বাবা জংলীদের বল্লমের আঘাতে

মারা পড়লেন, গতিক সুবিধে নয় দেখে আমি এইখানে বছর-খানেক ধরে আস্তানা করে বসে আছি। ওই তেরোজন নিগ্রো নিয়ে এখানে বসে আছি, ফন্দী ফিকির ঠিক করছি—এখনও মাইল কুড়ি এগুতে হবে, তার উপর বন্দুকের গুলি প্রায় সব ফুরিয়ে এসেছে বল্‌লেই হয়। আপনারা এসে পড়েছেন ভালই হোল, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো, না হয় ফিরে যাবো—

—জংলীদের একহাত শিক্ষা দেবার ইচ্ছা আমার আছে—বলে সরোজ ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা পা' খানির ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিল।

—কবে তাহলে আমরা বেরুবো সোনার খনির সন্ধানে? —ডেভিড জিজ্ঞেস করলে।

—বেরোলেই হয়, উদ্যোগ আয়োজন করতে দিন-সাতেক সময় নেবে—বিনয়বাবু বল্‌লেন।

—বেশ দিন-সাতেক বাদেই আমরা বে'র হ'বো, সরোজের পায়ের ঘা তদ্দিনে সেরে যাবে—ডেভিড বল্‌লে।

সেদিনই ঠিক হয়ে গেল যে, ঠিক সাতদিন পরেই তারা সকলে মিলে নদীর পথে মাইল দশেক যাবে, তারপর ম্যাপ (Map) দেখে হেঁটে যাবে আরো মাইল দশেক। এরোপ্লেন-খানার সঙ্গে ছিপ্ নৌকো খাবার বোঝাই হয়ে যাবে, এরোপ্লেনের অদ্ভুত আকার দেখে, আর ওর ভিতর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে গুলি ছুড়লে জংলীগুলো ভয় পাবে নিশ্চয়ই।

যাবার কথাই ঠিক রইল।

সরোজের সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সে খড়ের বিছানায় শুয়ে বেশ ঘুমোচ্ছিল, সহসা সে চমকে উঠলো, তার মনে হোল তার মুখের উপর জলে ভিজানো একখানি গামছা দিয়ে 'ছপ্' করে কে যেন মারলো এক ঘা। চোখ মেলতে দেখলো নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। সরোজ ভয় পেয়ে, তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। মনে হোল যেন আব্ছা অন্ধকারে জানালার পাশ থেকে কে সরে গেল। সরোজের বুকটা 'ছাঁৎ' করে উঠলো। তাড়াতাড়ি ডেভিড যে পাশে শুয়েছিল সেদিকে তাকালে—ডেভিড অঘোরে ঘুমোচ্ছে আর তার মাথার পাশেই সদ্য-কাটা একটি মানুষের মুণ্ড পড়ে আছে, তার গলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে বিছানার খড় গুলোর উপর দিয়ে। কতক্ষণ সরোজ মুণ্ডটার পানে তাকিয়ে রইল। ওই মুণ্ডটাই তার মুখের উপর এসে পড়েছিল, আর তার রক্ত তার নাকে মুখে লেগেছে। কিন্তু মুণ্ডটা তার মুখের উপর ছুড়ে ফেল্লো কে ? তাহ'লে যে লোকটা জানালার সাম্নে থেকে সরে গেল, সেই নিশ্চয়। সরোজ উঠে একবার গেল সাম্নের সেই জানালাটার ধারে, কিন্তু কোন দিকে কাউকেই দেখতে পেল না। ফিরে এসে ডেভিডকে সে ডেকে তুললে। তার গায়ে দুবার সরোজ ধাক্কা দিয়ে ডাকলে—ডেভিড—ডেভিড।

উঁ···বলে ডেভিড চোখ চাইল। সরোজের রক্তমাখা মুখখানা দেখেই সে' লাফিয়ে উঠে বললে—কী হয়েছে এঁ্যা ?

কোমরের খাপ্ থেকে পিস্তলটা সে ততক্ষণে টেনে বের করে ফেলেছে।

—আগে থেকেই তো লাফিয়ে উঠলে, কী হয়েছে আগে শোন—সরোজ বল্‌লে।

—বল ?

সরোজ মুণ্ডটীকে একহাতে তুলে ধরে বল্‌লে—ঘুমোচ্ছিলুম, এই মুণ্ডটী কে আমার মুখে ছুড়ে মারলে, ঘুম ভেঙে গেল, চোখ চাইতেই মনে হোল জানালাটীর সামনে থেকে কে যেন সরে গেল, গিয়ে দেখলুম কেউ নেই।

—তারপর ?

—তারপর—এই তো তোমায় ডেকে তুললুম। ব্যাপার-টাতো কিছুই বুঝতে পারলুম না।

—হুঁ—বলে ডেভিড খানিকক্ষণ কী ভাবলে, সরোজ ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে রইল—সে কি বলে শোনার অপেক্ষায়।

ক'মিনিট চুপ করে থেকে ডেভিড বল্‌লে—এর একটা কিছু মানে আছে নিশ্চয়ই, মুণ্ডটা নিয়ে বিনয়বাবুকে সব বলিগে চল—

—বেশ তাই চল—মুণ্ডুটা তখনও সরোজের হাতে ছিল, দরজার ঝাঁপটা খুলে দু'জনে ঘর থেকে বেরুলো!

ঘর থেকে বেরোতেই একটি বারান্দা, তারপর পাশের ঘরের দরজা, পাশের ঘরটীতেই বিনয়বাবু থাকেন। ঘরের

মধ্যে দু'জন কাফ্রী চাকরের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন, সরোজ ও ডেভিড ভিতরে এল। সরোজের মুখ রক্তাক্ত, হাতে একটি মানুষের মুণ্ড দেখে বিনয়বাবু কিছু বলবেন কি, চোখ দু'টি বড় বড় করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

মুণ্ডটী বিনয়বাবুর চোখের সাম্‌নে তুলে ধরে সরোজই প্রথমে জিগেস করলে—দেখুন তো, একি আপনার তেরো জন চাকরদের মধ্যে কেউ ?

মুণ্ডটার পানে তাকিয়ে বিনয়বাবু আরো চমকে উঠলেন, বললেন,—আল্‌মার—ও যে আল্‌মার !

—আল্‌মার কে ?

—আমার কাফ্রী চাকর একজন, তা ওর মুণ্ডুটী তোমরা পেলে কোথায় ?—কেমন করে ?

সরোজ কয়েক কথায় বিনয়বাবুকে ব্যাপারটি খুলে বললে। শুনে বিনয়বাবুর মুখ চূর্ণ হয়ে গেল, তিনি বললেন,—তাই তো, ভাবনার কথা ! আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর সনি আল্‌মারের সঙ্গে বেরিয়েছিল, পাঁচিলের বাহিরে একটু ঘুরে আসার জন্য। বারণ করলুম, আমার কথা শুনলে না। এখনও ফিরলো না দেখে আমি বসে বসে ভাব্‌ছি। এদিকে আমার লোকজনদের চোখে ধূলো দিয়ে আল্‌মারের কাটামুণ্ডু ঘরের মধ্যে আপনাকে ছুড়ে মেরে গেল, সনিকেও তারা ধরেছে নিশ্চয়ই। একে আমাদের উপর জংলীগুলোর রাগ আছে—দু'বার আমাদের বন্দুকের সাম্‌নে ওরা পিছু হটে গেছে এবার তাই তারা অন্য উপায়ে শোধ নেবার ব্যবস্থা করেছে।

বিনয়বাবুর কথা শেষ হবার আগেই একজন কাফ্রী চাকর সেলাম করে ঘরের মধ্যে এল, তার নিজের ভাষায় তাড়াতাড়ি

কয়েকটা কথা বললে, বিনয়বাবু তার উত্তরে কি বললেন। চাকরটি বাহির হয়ে যাবার সময় সরোজের হাতের মুণ্ডটা দেখে আঁৎকে উঠলো, বিনয়বাবুকে কি বলতে যাচ্ছিল, বিনয়বাবু তাকে এমন ধমক দিলেন যে চুপ করে সে বাহির হয়ে গেল। আর যে দু'জন কাফ্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন, তাদের কি বলতে তারাও বাহির হয়ে গেল। এবার এদের পানে তাকিয়ে বিনয়বাবু বললেন—খবর মোটেই সুবিধের নয় সরোজবাবু, বনের মধ্য দিয়ে একদল জংলী এগিয়ে আস্‌ছে,—চাকরটি আমায় সেই খবর দিয়ে গেল।

—সনির কথা কিছু বললে ?

—না, সে তো এখনও ফেরেনি। ওই জংলীরাই তাকে ধরেছে সম্ভবতঃ—সম্ভবতঃ কেন নিশ্চয়ই, তাদেরই কেউ আল্‌মারের মুণ্ডটা ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে। আমাদের পাঁচিলের ভিতরেই তাদের দু'পাঁচজন লুকিয়ে আছে,... চাকরটা এসে বল্‌লে ওরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে, চলুন দেখি গে, আপনাদের পিস্তল আছে তো ?

—হ্যাঁ, চলুন, তবে মুণ্ডুটা কি হবে ?

—ওটা এখন এখানেই থাক,—বলে বিনয়বাবু দেয়ালের কোণ থেকে ঝুলানো বন্দুকটা টেনে নিয়ে সরোজ ও ডেভিডের সঙ্গে বাইরে এলেন।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আস্‌ছে।

বিনয়বাবু বাইরে এসে হাঁক দিলেন—সর্দ্দার—সর্দ্দার—

একজন কাফ্রী চাকর প্রকাণ্ড এক বল্লম হাতে নিয়ে এসে সেলাম করলো। বিনয়বাবু তাকে কি কয়েকটি কথা বলতে সে চলে গেল।

সহসা একটি বল্লম এসে একেবারে তাদের পায়ের গোড়ায় মাটীতে গেঁথে গেল, বল্লমটীর মাথায় একটি লাল ফুলের মালা জড়ানো। যে দিক থেকে বল্লমটী এসেছিল, সেই দিকে ডেভিড্ গুলি ছুড়তে যাচ্ছিল। বিনয়বাবু হাত নেড়ে বারণ করলেন, বললেন অনর্থক গুলি নষ্ট করবেন না—অন্ধকারে কাউকেই লাগবে না, বলে তিনি আবার হাঁক দিলেন—সর্দ্দার!

সর্দ্দার আসতে তাকে বল্লমটী দেখিয়ে দিলেন, মাটী থেকে বল্লমটী তুলে নিয়ে সর্দ্দার বাগানের ফটকের কাছে চলে গেল।

সরোজ জিগেস করলো—ওটি ও নিয়ে গেল কেন?

—ওই লাল ফুলের মালা জড়ানো ছিল তাই, ওই বল্লমটী আবার বাহিরে ছুড়ে ফেলে দিলে ওদের একজন দূত আসবে আমার সঙ্গে কথা বলতে।

—তা বলে অমন ভাবে গায়ের ওপর বল্লম ছুড়ে খবর পাঠাবে যে, দূত দেখা করতে চায়?

—যাদের যেমন নিয়ম···বলে বিনয়বাবু তাদের সঙ্গে ফটকের কাছে এগিয়ে গেলেন।

ফটকের কাছে তাঁরা এসে পড়েছেন, এমন সময় সর্দ্দারের সঙ্গে সেই লাল ফুলের মালা জড়ানো বর্শাটি হাতে নিয়ে একজন সাদা পালক পরা জংলী লোক বিনয়বাবুর সামনে

এসে হাতের বল্লম তুলে সৈনিকের কায়দায় অভিবাদন করে কি কয়েকটি কথা বললে, সে কথা বিনয়বাবু বুঝতে পারলেন বলে মনে হোল না। তিনি সর্দ্দারকে কি কয়েকটি কথা বললেন। তারপর সেই কাফ্রী সর্দ্দারের সঙ্গে

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হোল, শেষে সর্দ্দার জংলীটির কথাগুলো বোধ হয় বিনয়বাবুকে বুঝিয়ে দিলে। বিনয়বাবু সর্দ্দারকে কি কয়েকটি কথা বললেন, সর্দ্দার সেই কথাগুলি জংলীটিকে বললে বোধ হয়, জংলীটি তখন আবার বল্লম তুলে সৈনিকের কায়দায় অভিবাদন করে বিদায় নিলে, সর্দ্দার তাকে ফটক পার করে দেবার জন্য সঙ্গে গেল।

ডেভিড্ আর সরোজ এতক্ষণ জংলীটিকে বিশেষ ভাবে দেখছিল,—কুচ্‌কুচে কালো বেঁটে চেহারা, ঘাড় থেকে পা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি মাংসপেশী ফুলে ফুলে উঠেছে। বন্দুক না থাকলে এ রকম এক একটি জোয়ান লোকের সঙ্গে তিনজনেও পেরে উঠতো না।

জংলীটি চলে যেতে ডেভিড প্রথমে জিগেস করলে—জংলীটি এসে কি বললে বিনয়বাবু?

বিনয়বাবু বললেন—লোকটি বলতে এসেছিল সনিকে ওরা বন্দী করেছে। ওদের সর্ত্ত না শুনলে সনিকে ওরা খুন করবে, আর আমাদের ধরে পুড়িয়ে মারবে। তবে যে দু'টি 'উড়ুক্কু দুষ্‌মন্' সেদিন আকাশ থেকে নেমে এসে আগুন ছুঁড়ে ওদের ক'জনকে মেরেছে, এখন তারা আমার আশ্রয়ে আছে, তাদের যদি ওদের কাছে ফিরিয়ে দি তাহলে ওদের সর্দ্দার সনিকে ছেড়ে দেবে, আর লোকজন শুদ্ধ আমায় চলে যেতে হবে ওদের রাজ্যের সীমানার বাইরে। ওদের লোক আমাদের

পৌঁছে দিয়ে আসবে, গায়ে একটি আঁচড় পর্য্যন্ত লাগবে না। না হলে ওরা এই পাঁচিলের বাইরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বসে থাকবে, আমাদের প্রত্যেকটী লোককে না মেরে ওরা নড়বে না। আর ওদের সর্দ্দারের শক্তির পরিচয় একটু আগেই আমাদের দিয়েছে। একজন চাকরের মুণ্ডু কেটে আমার এমন সুরক্ষিত বাড়ির মধ্যে এসে উড়ুক্কু সয়তান হু'টোর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। অমনি ধারা আমাদের সকলের মাথা নিয়ে সে খেলা করবে—যদি আমরা তার কথা না শুনি।

সরোজ জিগেস করলে—আপনি কি উত্তর দিলেন ?

ডেভিড বললে—এক গুলিতে তার মাথার খুলিটী ভেঙ্গে দিলেন না কেন ?

বিনয়বাবু হাসলেন, সরোজের কথার উত্তরে বললেন—আমি তার কাছ থেকে তিন দিন সময় নিয়েছি ; চতুর্থ দিনে তাদের লোক এসে জেনে যাবে আমার মতামত, তারপর তার ব্যবস্থা করবে। এই তিন দিন ওরা চুপ করে বসে থাকবে, এই তিন দিনের মধ্যে যে করে হোক সনিকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে, একটি যুত্‌সই মতলব ঠিক করে ফেলতে হবে।

ডেভিড বললে—মতলব যদি ব্যর্থ হয় ?

—তাহলে সনিকে তো বাঁচানো যাবেই না, লড়াই বাধ্‌বে,

বারো-তেরো জন লোক নিয়ে আপনি ওদের সঙ্গে কতক্ষণ বুঝবেন ? আর আমাদের দু'জনের জন্য আপনারা এতগুলো লোক জীবন দেবেন কেন ? তার চেয়ে আমরা দু'জন ওদের কাছে গিয়ে ধরা দিই ! আমরা সৈনিক আমাদের তো মরতেই হোত—না হয় এদের হাতেই মরবো।

বিনয়বাবু বললেন—তোমাদের সাহস আছে জানি, কিন্তু আমি তা হতে দেব না। ওদের কথা আমি বেশ জানি, তোমাদের একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেলে তোমাদের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে—জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে। যাক্, ওসব বাজে কথা নিয়ে আলোচনা করার চেয়ে সনিকে উদ্ধার করবার একটা মতলব ঠিক করা যাক।

আলোচনা চললো অনেকক্ষণ।

শেষে মতলব পাকাপাকি হয়ে গেল—আজ রাত্রেই সনিকে তারা উদ্ধার করবে।

রাত তখন নিশুতি !—

শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ চারিপাশের অন্ধকারকে যেন আরো ভীষণ করে তুলেছে। বনভূমির গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মাঝে মাঝে। ঘরের বাহির হতে ভয় করে।

বিনয়বাবু, সরোজ ও ডেভিড্ বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাঁচিলের

বাইরে এলেন, সঙ্গে তাদের দশ জন কাফ্রী চাকর, বাকী দু'জনকে তারা রেখে এল ফটক-পাহারা দেখার জন্য।

মুখে কারুর কথা নেই, শুধু আস্তে আস্তে তারা এগিয়ে চলছে।

একটু পথ এগিয়ে যাবার পর দূরে মশাল হাতে জংলী রক্ষীদের চলাফেরা করতে দেখা গেল। বিনয়বাবু থামলেন, কাফ্রী সর্দ্দারকে ডেকে বলে দিলেন, সেখানেই গাছের আড়ালে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করতে। সর্দ্দারকে তাদের কাছে রেখে তারা তিন জনে এগিয়ে চললো।

পথে ঘাসের জঙ্গল। কোমর পর্য্যন্ত উঁচু উঁচু ঘাস। মাঝে মাঝে দু-একটি বন্য জন্তুর আসা যাওয়ার খস্ খস্ শব্দ, আর তাদের তিনজনের চলে যাওয়ার সর্ সর্ শব্দ।

ক্রমে তারা মশাল-হাতে রক্ষীগুলোর খুব কাছে এসে পড়লো। জংলীগুলো সব মাটীর উপরেই শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, মাঝে মাঝে খানিক খানিক তফাতে আগুন জ্বলছে, আর এক একটি রক্ষী হাতে এক একটি মশাল নিয়ে এদিক্‌কার আগুন থেকে ওদিক্‌কার আগুন পর্য্যন্ত টহল মেরে আসছে। ঘুমন্ত লোক-গুলিকে তারা পাহারা দিচ্ছে।

এদিকে যে রক্ষীটি টহল দিচ্ছে সে আর শ'খানেক হাত দূরে আছে মাত্র, আর একটু গেলেই তাকে ধরে ফেলা যায়, কিন্তু বিপদ এইখানেই। ওখানে ঘাসের জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে রক্ষীটি যদি পায়ের শব্দ শুনে এদের পানে

তাকায়, তা হলেই সে চীৎকার করে সকলকে সজাগ করে দেবে, সব ফন্দী-ফিকির নষ্ট হবে। কাজেই তিনজনে মাটীর উপর শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চললো। একেবারে তিনজন এসে পড়লো রক্ষীটির পিছনে। রক্ষীটি তাদের

শব্দটুকু পর্য্যন্ত শুনতে পায়নি, পিছনে চায়নি একবারও, মশাল হাতে নিয়ে মনের আনন্দে শিষ্ দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

বিনয়বাবু জংলীটির পিছনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, মূহুর্ত্তের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রক্ষীর গলাটি টিপে ধরলেন, জংলীটি তু-

একবার চেষ্টা করলো ছাড়াবার জন্য, কিন্তু তার মুখ থেকে একটি কথাও বেরুলো না। তখনি সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো সেখানে।

লোকটাকে সেখানেই ফেলে রেখে তারা তিনজন এগিয়ে চললো ঘুমন্ত জংলীগুলোর মধ্যে দিয়ে। ফাঁকা মাঠ, জ্যোৎস্নার আলোয় এগিয়ে যেতে তাদের কষ্ট হোল না। খানিকটা আসার পর মাঠের মাঝে ঘাস-পাতার ছাওয়া ছোট একখানি ঘরের সামনে তারা এসে দাঁড়ালো। ভিতরে তাকাতে দেখলে সনি চুপ করে বসে আছে, তার হাত-পা বাঁধা, সামনে একটি পিস্তল পড়ে আছে, সেটা আত্মরক্ষার জন্য সব সময়েই তার কাছে থাকতো। মাথার ওপর দিয়ে বাঁধা হাতটাকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে আনবার সে চেষ্টা করছিল, এমন সময় বিনয়বাবু আস্তে আস্তে ডাকলেন—সনি!

সনি চমকে উঠলো। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে কি সে বলতে যাচ্ছিল, মুখের উপর আঙুল রেখে বিনয়বাবু ইসারায় বললেন, চুপ করে থাকতে।

সনির হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দেওয়া হোল। পিস্তলটা সনি কুড়িয়ে নিল, তারপর নিঃশব্দে চার জন ঘুমন্ত জংলীগুলিকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে চললো।

অজ্ঞান রক্ষীটির কাছাকাছি যখন তারা এসে পড়েছে, এমন সময় রক্ষীটি নড়ে উঠলো, তারপর তড়াক্ করে এক লাফে

উঠে দাঁড়ালো। এরা চার জন তখন প্রায় তার সামনে এসে পড়েছে। সামনে এদের দেখেই বল্লমটী মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এদের দিকে ছুঁড়ে মারলো। বল্লমটী সনির গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে যেত যদি না সন্তোষ তার হাত ধরে তাকে একটু টেনে আনতো। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীটি দু'টি আঙুল মুখে ঢুকিয়ে শিষ্ দিয়ে উঠলো—কু—উ উ—আ—আ—!

বিনয়বাবুর হাতের বন্দুক তখনি গর্জ্জন করে উঠলো, গুলি তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিল।

এদিকে ওদিকে সব রক্ষীগুলিই তখন সমভাবে শিষ দিয়ে উঠেছে—কু—উ—উ—য়া—!

তাদের শিষ দেবার শব্দে রাত্রির অন্ধকার আঁৎকে উঠলো যেন, ফাঁকা মাঠটার বুকে সেই শিষের প্রতিধ্বনি উঠলো।

আর আস্তে চলার সময় নেই। চারজনে ছুটে গিয়ে ঘাসের জঙ্গলে ঢুকলো,অত বড় বড় ঘাস,তাড়াতাড়ি যেতে না পারলেও লুকিয়ে লুকিয়ে এরা এগিয়ে চললো, পিছনে রক্ষী জংলীগুলোও তেড়ে এল, তবে ঘাসের মধ্য দিয়ে তারাও তাড়াতাড়ি এগুতে পারলে না। এই যা সুবিধা, না হলে তারা অনেক আগেই এদের ধরে ফেলতো।

কাফ্রী দশজন যেখানে লুকিয়ে ছিল সেখানে এসেই বিনয়বাবু বললেন—ছুটে ভিতরে চল, পাঁচিলের ভিতর থেকে লড়াই না করলে আমরা পারবো না!

পাঁচিলের ফটক বেশী দূরে নয়, এদের জন্য ফটক খোলাই ছিল, এরা ভিতরে আসতেই ফটক বন্ধ হয়ে গেল, বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি গুণে দেখলেন দশ জন কাফ্রী ভিতরে আসবার আগেই ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ভিতরে এসেছে মাত্র আটজন। জংলীরা তো প্রায় এসে পড়েছে, কে ফটক খুলে তাদের নিয়ে আসবে? তারা কি জংলীদের হাতে অসহ্য যাতনা পেয়ে জীবন্ত পুড়ে মরবে?—কখনো নয়! সরোজ এগিয়ে এল, বিনয়বাবুকে বললে—আমি যাব, আপনারা ফটক খুলতে বলুন, আমি গিয়ে তাদের দু'জনকে বাইরে থেকে নিয়ে আসি।

তাই হোল।

সরোজ ফটকের বাইরে যেতেই জংলীদের মধ্যে একটি হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল। কাফ্রী দু'জন ব্যাকুল ভাবে ফটকের দিকে ছুটে আসছিল, আসতে তাদের দেরী হয়ে গেছে, পিছন থেকে জংলীগুলো তাদের ওপর অজস্র বল্লম ছুঁড়ছে। ফটকের কাছাকাছি এসে একজন বল্লমের আঘাতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল, আরেকজন ছুটে এসে সরোজকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে এসে ঢুকলো, সঙ্গীর অবস্থা কি হলো, ভয়ে একবার পিছনে তাকালো না পর্য্যন্ত।

সরোজের মনে হোল, কাফ্রীটি থাকগে ওখানে পড়ে, বল্লম ওর পাঁজর ভেদ করে চলে গেছে, ও তো এখনি মরে যাবে,

তারপর মনে করলো, না ওকে সে তুলে আনবে। ছুটে এগিয়ে গিয়ে কাফ্রীটিকে মাটী থেকে সে কাঁধের উপর তুলে নিলে, তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে সে ছুটলো ফটকের দিকে। তার মাথার পাশ দিয়ে, পায়ের পাশ দিয়ে বল্লম যেতে লাগলো। নিশ্বাস বন্ধ করে ছুটে ভিতরে এসে সে ফটক বন্ধ করে দিল।

কাফ্রীটি বেশীক্ষণ বাঁচলো না, একবার জল চেয়ে, জল এনে তার মুখে দেবার আগেই সে মরে গেল।

বাইরে পাঁচিলের ওদিকে তখন জংলীদের হল্লা সুরু হয়ে গেছে।

এক এক ঝাঁকে পনেরোটি-কুড়িটি করে বল্লম ভিতরে এসে পড়তে লাগলো। পাঁচিলের পাশে পাশে গাছের আড়ালে আড়ালে এক একজন কাফ্রী লুকিয়ে আছে, হাতের কাছে কুড়িটি পঁচিশটি করে বল্লম, একটু সুবিধে বুঝলেই বাইরে এক একটি বল্লম তারা ছুঁড়ছে। গাছের আড়ালে থাকার জন্য বাইরের বল্লম তাদের গায়ে লাগছে না মোটেই।

ডেভিড বললে—আমরা লড়াই করবো না বিনয়বাবু?

—নিশ্চয়ই, এদিকে এসো দিকি—বলে বিনয়বাবু এদের নিয়ে এলেন ফটকের পাশে দেয়ালের এমন এক জায়গায়, যেখানে পর পর ছ'টি করে গর্ত্ত করা আছে।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—এবার কি করতে হবে?

—ওই এক একটি গর্ত্তের ওপর চোখ রাখুন, আরেকটি গর্ত্ত দিয়ে বন্দুকের নল বাহির করে দিন, সুবিধে বুঝলেই গুলি চালাবেন। এক এক জন দাঁড়িয়ে যান ওই একজোড়া গর্ত্তের সাম্‌নে।

বিনয়বাবুর কথায় সনি বললে—আমার তো বন্দুক নেই?

—ওতেই চলবে, বলে বিনয়বাবু নিজেই একজোড়া গর্ত্তের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি এরা তিনজনেও বন্দুক ঠিক করে দাঁড়িয়ে গেল ঠিক মত।

বিনয়বাবু বললেন—দেখ, একটি গুলিও যেন অপব্যয় না হয়।

সরোজ হেসে বললে—আমরা এরোপ্লেন থেকে গুলি ছুঁড়তুম মশাই!

বিনয়বাবু হাসলেন। আর কারুর মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে এক এক ঝাঁক করে বল্লম এসে পড়ছে ভিতরে, আর ভিতর থেকে এক একটি বল্লম ও এক একটি গুলি গিয়ে বাইরের এক একটি জংলীকে ধরাশায়ী করছে, রাগে জংলী গুলো হৈ হৈ করে চীৎকার করে উঠছে আগের চেয়েও জোরে।

এমনি ভাবেই যুদ্ধ চল্‌লো।

আকাশের পূব্‌দিক ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এল, এইবার সূর্য্য উঠবে।

দিনের আলোয় লড়াই করার স্থবিধে হবে না মনে করে, জংলীরা ঘাস-বনের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল, প্রায় শতাধিক আহত ও মৃত জংলী পড়ে রইল সেখানেই।

গর্ত্তের সামনে থেকে সরে এসে বিনয়বাবু এবার এদের ডেকে বললেন—আর গর্ত্তে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে লাভ নেই, ওরা দিনে লড়াই করে না,—দিনটা ওরা জিরোয়, চলুন আমরাও একটু জিরিয়ে নি, সারা রাত তো আবার যুঝ্‌তে হবে ওদের সঙ্গে।

চারজন লোককে পাঁচিল পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন রেখে তারা সকলে বাড়ি এলেন খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য।

দিনের খবর কিছু নেই। দিনের শেষে রাতজাগার পালা, —কখন জংলীরা আক্রমণ করে এই ভয়ে।

সে রাতে জংলীরা এল না, কোন ফাঁকে তাদের মড়াগুলোকে নিয়ে গেল কে জানে।

এক দুই করে—দেখতে দেখতে সাত রাত কেটে গেল, জংলীরা এল না। তাহ'লে ওরা আর কিছুদিনের মত আসবে না ভেবে, বিনয়বাবু ও আর সকলে একটু নিশ্চিন্ত হলেন। আর ভয় নেই, আসবার হলে এদ্দিনে তারা নিশ্চয়ই আসতো।

সেদিন কথাবার্ত্তার ফাঁকে বিনয়বাবু বললেন—আজ রাত থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোনো যাবে, এবার যে মার খেয়েছে, কিছুদিনের মত ওরা আর এ পথে আসবে না, না হলে এদ্দিন চুপ করে থাকার পাত্র ওরা নয়।

—হয়তো চুপ করে হালচাল দেখছে, কি অন্য কোন ফন্দী করেছে—সরোজ বলে উঠলো।

—ফন্দী করবে ওরা? মাথাগুলো ওদের নিরেট্ গোবরে ভরা,—আমি ওদের চিনি নে?—এদ্দিন দেখছি—বিনয়বাবু একটু হাসলেন।

ডেভিড এবার বললে—নাহলে তিনটে বন্দুক ঘাড়ে করে, এই ক'জন লোক নিয়ে আপনি এখানে আস্তানা করতে পারতেন কখনও?

—তা বটে, বলে বিনয়বাবু একটু জোরেই হাসলেন।

কথাবার্ত্তা চললো আরো অনেকক্ষণ।

—কবে আমরা বেরোবো? আজ তো বেরোবার দিন ছিল।

—কিন্তু জংলীগুলো আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে কি না ঠিক বোঝা য়্যাচ্ছে না, আরো দু-একদিন দেখি—

—বেশ, আজ-কাল দু'দিন দেখে পরশুদিন বেরোবো।

—হ্যাঁ, সেই ভালো।

কিন্তু যাওয়া তাদের হোল না, সেই রাত্রেই যা ঘটলো, তা মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর, অন্ধকারের মত ভয়াবহ—সেই কথাই বলি—

রাত তখন অনেক।

মাথার কাছেই বন্দুক, পিস্তলগুলি রেখে তারা চারজন তখন ঘুমুচ্ছে, সহসা বাহিরে একটা সোরগোল উঠলো—এদের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তবে কি জংলীরা আক্রমণ করলো? বন্দুকগুলো তুলে নিয়ে ঘরের বাঁশের দরজাটি খুলে বিনয়বাবু বেরুতে যাচ্ছিলেন তার আগেই দরজার ফাঁকে একখানি মুখ দেখা গেল, তার মাথায় বাঁধা শাদা পালকগুলো দেখে কারুর আর বুঝতে বাকী রইল না যে,-সে একজন জংলী। যেই দরজাটি একটু ফাঁক করে জংলীটি মাথা গলিয়ে ভিতর আসতে

গেছে, অমনি ডেভিড তাকে গুলি করলে। সেই দরজার ফাঁকে আটকেই জংলীটি গোঁ গোঁ করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে বাইরের বাগান আলোয়-আলো হয়ে উঠ্‌লো—কাফ্রী চাকরের থাকার জন্য আশপাশের ছোট ছোট ঘর গুলোকে জংলীরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। জংলীরা তাহলে বাগানের মধ্যে ঢুকেছে!

মুখে কারুর আর কথাটি নেই।

সরোজ তখুনি গিয়ে দরজা খুলে ফেললে, মৃত জংলীটি ধপাস্ করে বাহিরে গিয়ে পড়লো, তার বুকের রক্তে দরজার বাঁশের কতকটা লাল হয়ে গেছে। বাকী তিনজন সরোজের পিছনে বন্দুক বাগিয়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় একটি লোক জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। ডেভিড আবার গুলি করতে যাচ্ছিল—বিনয়বাবু তার হাত ধরে থামিয়ে দিলেন। ভিতরে যে লাফিয়ে পড়লো, তাকে তিনি চিনেছিলেন—সে একজন কাফ্রী চাকর।

কাফ্রীটি এক নিশ্বাসে বিনয়বাবুকে অনেক কথা বলে গেল ঝড়ের মত, সকলেই বুঝলে সে খুব ভয় পেয়েছে। তার সব কথা শুনে বিনয়বাবু বললেন—অন্ধকারে সুবিধা বুঝে চারিদিকের পাঁচিল টপ্‌কে দলবল শুদ্ধ জংলীরা ভিতরে এসে পড়েছে, চাকরদের অনেককেই মেরেছে, তাদের সব ঘরে জংলীরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সংখ্যায় তারা অনেক,

তাদের সঙ্গে লড়াই করা একেবারেই অসম্ভব—পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আর কথা বলার সময় তখন নেই।

দরজা দিয়ে তারা বাইরে যাচ্ছিল কাফ্রীটি বললে—ওদিক দিয়ে যাবার উপায় নেই, ওদিকে সব আগুন লাগিয়ে দিয়েছে —এদিকে আসুন···বলে জানালা টপ্‌কে কাফ্রীটি বাইরে গেল।

এরা চারজন তার পিছনে জানালা টপ্‌কে বাইরে এল!

বাইরে তখন আলোয়-আলো। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সেই আলোয় জন কয়েক জংলী তাদের দেখতে পেয়ে, তেড়ে এল তাদের দিকে। এজন্য এরাও তৈরী ছিল, তাদের বন্দুকের কয়েকটি গুলিতেই সেই ক'জন শুয়ে পড়লো সেখানে। এদের বন্দুকের শব্দে আরো কয়েকজন জংলী এদের চারপাশে জড় হোল, কিন্তু এদের হাতে বন্দুক দেখে তারা এগিয়ে আসতে সাহস করলে না। রাগে তারা গর্জ্জন করতে লাগলো, বল্লম ছুঁড়তে লাগলো।

—এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না বিনয়বাবু, আমরা কোথায় যাবো বলুন?

—বেশ, চলুন নদীর তীরে যেখানে এরোপ্লেনখানা আছে। দু'পাশে নজর রেখে ছুটুন বলে বিনয়বাবু ছুটতে সুরু করলেন। তার পিছনে ছুটলো এরা চারজন। পিছন থেকে অনবরত

বল্লম এসে পড়তে লাগলো, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তারা ছুট্‌লো।

পিছনে সহসা আর্ত্ত-চীৎকার উঠলো, 'ধপাস্‌,' করে একটা শব্দ হোল। ছুটতে ছুটতে সকলে থাম্‌লো, ফিরে তাকালো,—একটি বল্লম তাদের কাফ্রী চাকরটার বুক ভেদ করে ফেলেছে, যাতনায় সে ছট্‌ফট্‌ করছে।

এদের দাঁড়াতে দেখে বিনয় বাবু বললেন—আবার থাম্‌লে কেন? ও এখুনি মরে যাবে, ওর জন্য আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদেরও মরতে হবে—চল, চল,—

আবার সকলে ছুট্‌লো। মুমূর্ষু কাফ্রীটা মৃত্যুকালে তখন হয়তো একটু জল চাইছিল,—কে জানে?

পাঁচিলের ভিতর দিকে মাঝে মাঝে এক একটি ধাপ গাঁথা ছিল, তার উপর উঠে পাঁচিল টপ্‌কাতে কারুরই কষ্ট হোল না, হৈ-হৈ করে জংলীগুলো তখন পিছনে আসছে। এতক্ষণ এরা একটিও গুলি করেনি, কাছাকাছি সাম্‌নে কেউ না পড়লে গুলি নষ্ট হবে, গুলি কম আছে তাই।

বাগানের মধ্যে আগুন লাগার ফলে বাহিরের জঙ্গলের মধ্যেও কম-বেশী আলো এসে পড়েছিল, পথ দেখে নদীর তীরে এসে পড়তে বেশীক্ষণ লাগলো না। নদীর তীরে এসে তাদের মাথায় বাজ পড়লো যেন, এরোপ্লেন, নৌকো কিছুই নেই।

কি করবে, ভয়ে দুঃখে সকলের কান্না পাচ্ছিল, বিনয় বাবু শুধু বললেন—তাইতো, ওরা আগেই সেগুলো সরাবে তা আমি ভাবিনি, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছে।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ পিছনে সনি চীৎকার করে উঠলো। সনির পানে ফিরে তাকাতে গিয়ে বিনয়বাবু দেখলেন চোখের পলকের মধ্যে একটা দড়ির ফাঁস উপর

থেকে নেমে এসে তাঁর গলায় আট্‌কে গেল ফাঁসীর মত। বিনয়বাবুর দম বন্ধ হয়ে এল। সনির অবস্থাও বিনয়বাবুর মত হয়েছে একটু আগেই, দু'জনের ওই অবস্থা দেখে সরোজ ও ডেভিড কোমরের বেল্‌ট্‌ থেকে স্কাউট ছুরীখানা খুলে নিয়ে যেই দু'পা গেছে দড়ি দুটো কেটে দেবার জন্য, অম্‌নি সাম্‌নে কি একটা পড়েছিল তাতে ঠোক্কর লেগে সে একেবারে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো। সরোজকে পাশ কাটিয়ে ডেভিড এগিয়ে যেতেই চোখের নিমেষে একটা দড়ির ফাঁস উপর থেকে নেমে এসে তার গলায় বসে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, হাতের ছুরি ফেলে দিয়ে, ফাঁসটা একটু আল্‌গা করার জন্য দু'হাতে গলার দড়ি ধরে সে টানা-টানি করতে লাগলো। সরোজ উঠে বসেছে এমন সময় চারপাশের গাছ থেকে অনেকগুলো জংলী টুপ্‌ টুপ্‌ করে নেবে এসে তাদের সকলকে ধরে ফেললে।

গলার ফাঁস তারা খুলে দিলে বটে কিন্তু সেই দড়িতেই হাত-পা বেঁধে দিলে, আর বন্দুক পিস্তল সব কেড়ে নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিলে। তারপর তাদের চারজনকে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ওদিকে একখানি নৌকোয় তুললে। এইবার একটি লোক সব ক'টি জংলীকে কি বললে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে একসঙ্গে মুখের মধ্যে আঙুল পুরে একসঙ্গে শিষ্‌ দিয়ে উঠলো—কু—উ—উ—য়া—আ—আ—! সে কী শব্দ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সব মহারথীদের শাঁখ বোধ হয় এতো জোরে বাজেনি!

সে শব্দ বিউগিলের কাজ করলো, যেখানে যত জংলী ছিল সব ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হোল সেখানে! এদের চারজনকে বাঁধা দেখে কথার সোরগোল পড়ে গেল, তারপর জংলীদের হাসির সে কি ধূম!

সেখানে আরো ক'খানা নৌকো ছিল, সেগুলোয় জংলীরা উঠে পড়লো। তারপর সব ক'খানা নৌকো ছুটে চললো নদীর বুক চিরে।

তীরের মত নৌকো ছুটছে ; কারুর মুখে কোন কথা নেই ; কোথায় যাচ্ছে কে জানে? কথা যে একেবারেই তারা বলে নি তা নয়। সরোজ প্রথমে কি একটা কথা বলতেই একটা জংলী তার গলাটা এমন টিপে দিয়েছে যে, বেচারার গলায় একটু ব্যথা হয়ে গেছে—সেই থেকে কেউই আর কথা বলতে সাহস করেনি।

:

প্রভাতী আলোয় দু'পাশের তীরে ছোট-বড় নানা আকারের পাহাড় দেখা গেল। নদীটি সেখানে আগের চেয়ে অনেক সরু।

চারজনে কথা বলে না, শুধু ভাবে—কোথায় তারা চলেছে জংলীগুলো তাদের নিয়ে গিয়ে কি করবে? জীবন্ত পুড়িয়েই মারবে হয়তো! সরোজের মনে পড়ে যায় পাশের বাড়ির একটি মেয়েকে পুড়ে মরতে সে দেখেছে, সে কী যন্ত্রণা, কী

কষ্ট! মেয়েটী তখুনি মরেনি, মরেছিল তার একদিন পরে। তার সারা দেহের কি চেহারা হয়েছিল, কী সে বীভৎস! তাদেরকেও তেমনি কষ্ট পেতে হবে। মা-বাপ-ভাই-বোন জানবে না কোথায় কোন জঙ্গলে জংলীরা তাদের কত যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে মারলো। তার মা হয়তো তেমনি ভাবেই তাকিয়ে আছেন বাইরের মাঠের পানে—তার ফিরে আসার পথ চেয়ে!

সরোজ ভাবে, সকলেই ভাবে।

বিকালের দিকে দূরে পাহাড়ের মাথায় কয়েকটি গম্বুজের মত দেখা গেল। সেদিককার তীরেই নৌকো ভিড়লো। জংলীরা নাব্‌লো, এদের চারজনকেও নাবিয়ে নিলে। এদের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে, তারপর সেই দড়িটা এক-একজনের কোমরে বেঁধে জঙ্গলের পথ দিয়ে এদের তারা হাঁটিয়ে নিয়ে চল্‌লো—পুলিশ যেমন করে চোর ধরে নিয়ে যায়।

সরু পথ, বনের মধ্যে দিয়ে, গাছের নীচে দিয়ে ক্রমে ঢালু হয়ে পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। উঁচু-নীচু পাথরের টুক্‌রো, কোথাও বা গাছের ডালে তাদের বাধছে. কিন্তু উপায় নেই জংলীগুলো তাদের টেনে নিয়ে যাবেই। কতক্ষণ যাবার পর সুরু হলো পাহাড়ে ওঠা।

সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার তখন পাহাড়ের মাথায় কুণ্ডলী পাকাচ্ছে শিবের জটার মত। পূর্ব্বদিক থেকে অন্ধকার ছড়িয়ে

পড়ছে, নীচের গাছগুলো যেন এক একটা দৈত্যের মাথা, রক্তবীজের মত সারি সারি-অগণ্য।

পাহাড়ের গায়ে একটা লম্বা পাঁচিলের মাঝে একটা দরজার সাম্‌নে এসে তারা দাঁড়ালো। একজন শিষ্ দিলে। ভিতর থেকে তেম্‌নি শিষ্ দিয়ে কে জবাব দিলে। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। কয়েকজন জংলী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশাল আর বল্লম নিয়ে দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের মাঝ দিয়ে সকলে ভিতরে প্রবেশ করলো। এদের চারজনের পানে ভালো করে তাকাবার জন্য পথের দু'পাশের সব জংলীরা ঝুঁকে পড়লো। সেদিকে নজর না দিয়ে এদের টেনে নিয়ে চললো নানা ছোট-বড় পথ ঘুরে অনেক বেঁকেচুরে। সেটি জংলীদের ছোট একটি সহর। পথের আশেপাশে এদিকে সেদিকে সব ছোট ছোট কুঁড়ে রাত্রের অন্ধকারে পাহাড়ের বুকে এক একটি পাথরের চাঁই বলে মনে হয়।

এবার একটি বাড়ির ফটকে এসে তারা থাম্‌লো। ফটকের সাম্‌নে চারজন বল্লমধারী জংলী। এদের একজন রক্ষীদের কি বলতেই, একজন ভিতরে গিয়ে একটি লোককে সঙ্গে করে আনলো। তার দেহে সাদা পালক নেই একটিও, সব লাল পালক, হাতে একখানি প্রকাণ্ড টাঙ্গী। সে আসতেই জংলী-গুলো সব উবু হয়ে বসে পড়লো। লাল পালকধারী গম্ভীরভাবে এদের সঙ্গে দু'একটি কি কথা বললে, এদের চারজনের পানে

একবার ভালো করে তাকিয়ে আবার দু-একটি কি কথা বলে চলে গেল। রক্ষী চারজন এসে এদের চারজনের কোমরের

দড়ি ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। পায়রার খোপের মত একপাশে ক'খানি ঘর, তারই এক একটি ঘরে তাদের এক একজনকে বন্ধ করে রেখে সে চলে গেল।

কথা বলার উপায় নেই, মাঝে দেয়ালগুলো এমন পুরু যে, ওঘরের কথা চেষ্টা করেও শোনা যায় না। তার উপর—দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না।

পরদিন সকালে—একে একে চারজনকে ঘর থেকে বাইরে আনা হোল। বাইরে ক'জন জংলী রক্ষী দাঁড়িয়েছিল। এদের চারজনকে ঘিরে তারা চললো।

আবার সেই পথ। পিছনে মজা দেখার জন্য দলে দলে কৌতূহলী জংলী। এবারেও কথা বলার জো নেই, এক

একজনের সামনে একজন করে রক্ষী, পিছনে আরেকজন।

অনেকটা পথ হেঁটে পাহাড়ের একটু উপরে তারা এল। মাঠের মত খানিকটা সমান জায়গা। চারিপাশে জংলীদের ভীড়। সেই ভীড় ঠেলে, পথ করে নিয়ে এল একেবারে মাঝখানে। সাম্‌নে একটি বেদী। লাল পালক পরা কালকের সেই লোকটি বেদীতে বসে, দু'জন তার দু'পাশে বাতাস করছে বড় বড় পালকের পাখা নিয়ে।

বিনয়বাবু এবার কথা বললেন, সরোজ তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, বিনয়বাবু ফিস্ ফিস্ করে কথা বললেও সে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে—ব্যাপারটি আমি এবার বুঝেছি সরোজ। এদের কথা আমি কাফ্রী চাকরদের মুখে শুনেছি। ওপাশে একটি খাদ আছে, সেই খাদের জলে এদের কুমীর দেবতা আছে। বিদেশীদের ধরে এরা এখানে নিয়ে আসে—কুমীর দেবতাকে উৎসর্গ করবার জন্য—আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে সেইজন্যই—

বিনয়বাবুর কথা বোধ হয় একজন জংলী শুন্‌তে পেয়েছিল, সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিনয়বাবুর গালে ঠাস্ করে এক চড় মার্‌লে। আরো দু'এক ঘা সে হয়তো মার্‌তো, কিন্তু তার আগেই, সাদা দড়িওয়ালা ময়ূরের পালক মাথায় একটি বুড়ো ভিতরে এসে বেদীর সাম্‌নে দাঁড়ালো। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌লো। বুড়ো লোকটি এদের সাম্‌নে এসে কি সব বল্‌লে,

তার হাতে একটা মাটির কলসীর মত পাত্র ছিল। তার মধ্যে থেকে জল নিয়ে সে এদের চারজনের মাথায় ছিটিয়ে দিলে, তারপর রক্ষীদের হাত নেড়ে কি ইসারা করলে।

রক্ষীরা তাদের ওপাশে এক খাদের কিনারায় নিয়ে এল। কত নীচে ঠিক দেখা যায় না। এরোপ্লেন থেকে সরোজের নীচে তাকানোর অভ্যাস আছে, তাই নাহলে মাথা ঘুরে যেত। বিনয়বাবুর চোখ দুটী ভয়ে বড় বড় হ'য়ে এল, সনি তো আরেকটু হ'লেই কেঁদেই ফেলেছিল।

পিছনের বুড়ো লোকটি খুব জোরে কী হুকুম করলেন, একজন রক্ষী ঠেলে সরোজকে নীচে ফেলে দিতে গেল, কিন্তু সে ধাক্কা দেবার আগেই সরোজ তাকে জড়িয়ে ধরে নীচে লাফিয়ে পড়লো। রক্ষীটি পড়তে পড়তে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো, বুড়ো লোকটির চোখ দুটি লাল হয়ে উঠলো, লাল পালকধারা লোকটি একবার দাঁড়িয়ে উঠে আবার বেদীর উপর বসে পড়লো। চারিদিকের ভীড় থেকে চেঁচামেচির শব্দ উঠলো।

এদের তিনজনের পাশে যে তিনটি রক্ষী দাঁড়িয়েছিল— এদের নীচে ফেলে দেবার জন্য, সরোজের ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে তারা কয়েক পা পিছনে সরে গেল।

বুড়ো লোকটী রাগে চীৎকার করে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে সব গোলমাল, চীৎকার একেবারে চুপ হয়ে গেল। বুড়ো

রক্ষী তিনজনকে কি হুকুম করলে, তারা ভীড়ের মধ্যে থেকে তিনটি বল্লম নিয়ে এলো। বুড়োর সাম্নে বল্লম ছোড়ার ভঙ্গীতে ডান হাতে বল্লম মাথার উপর তুলে নিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল, শুধু আরেকটা হুকুম পেলেই— এদের তিনজনকে তারা বল্লমে গেঁথে ফেলবে।

পিছনে তাকিয়ে ডেভিড ব্যাপারটা বুঝলে, বললে— আমরা নীচে লাফিয়ে পড়ি বিনয় বাবু, জংলীদের বল্লমে খুন হওয়ার চেয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করাও ভালো—

—কিন্তু···

—আর কিন্তুর সময় নেই বিনয় বাবু, এখুনি হুকুম হবে! তারপর সনির পানে ফিরে তাকিয়ে বললে,—সনি পারবে-তো নীচে লাফিয়ে পড়তে?

—কেন পারবো না, খুব পারবো, দেখবেন বলে···নীচের দিকে না তাকিয়েই সে লাফিয়ে পড়লো, তারপরেই বিনয় বাবু ও ডেভিড একসঙ্গে লাফিয়ে পড়লেন।

লোকে যে স্বেচ্ছায় অমনভাবে মৃত্যুর মুখে লাফিয়ে পড়তে পারে জংলীরা তা কখনো দেখেনি, তারা অবাক্ হয়ে গেল। সাদা দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে বুড়ো লোকটির মুখও হাঁ হয়ে গেল বিস্ময়ে। তারা সব ঠেলাঠেলি করে খাদের কিনারায় এগিয়ে এল, খাদের দিকে তাকালো, লোকগুলো কোথা যায় দেখবার জন্য।

বিনয় বাবু চোখ বুঁজলেন, এখুনি নীচে পাথরের গায়ে পড়ে তাঁর সারা দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে কাঁচের বাসনের মত ছড়িয়ে পড়বে,—নিজের সে মৃত্যুকে চোখ চেয়ে দেখার মত সাহস বিনয়বাবুর ছিল না।

কিন্তু ব্যাপারটা কী যে হোল! চোখ খুলেই দেখলেন এককোমর পাঁকের মধ্যে পড়ে আছেন, তার কাছে দাঁড়িয়ে ডেভিড ও সনি, একটু এগিয়েই সরোজ, হাতে তার একখানি ভোজালী।

হাতের মুখের পাঁক কোন রকমে মুছে ফেলে বিনয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন সরোজের কয়েক হাত দূরে একটি বিরাট কুমীর জলের ওপর লেজ আছড়াচ্ছে, তার মুখের মধ্যে থেকে মানুষের একখানি হাত বেরিয়ে আছে, জংলীটাকে তাহ'লে গিলে খাচ্ছে!

মাত্র মিনিট দু'য়েক, তারপরেই কুমীরটা হাঁ করে এগিয়ে এল সরোজের দিকে। সরোজ আগে থেকেই এজন্য তৈরী ছিল, দু'পা এগিয়ে গেল, হাতের ভোজালীখানা কুমীরটির মুখের মধ্যে এগিয়ে দিলে। কুমীরটি যেই মুখ বন্ধ করতে গেল, সরোজ সেই মুহূর্ত্তে কুমীরের মুখ থেকে তার হাত টেনে আনলো। কুমীরটি মুখ বন্ধ করা মাত্রেই ভোজালীখানা তার মুখ ফুঁড়ে উপর দিকে বাহির হয়ে এল। অসহ্য যাতনায় লেজ আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে কুমীরটি তেড়ে এল। সাঁ করে সরে

গিয়ে কুমীরটির পায়ের উপর একটু চাপ দিয়ে সরোজ লাফিয়ে উঠে বসলো একেবারে কুমীরটির মাথার উপরে, সঙ্গে সঙ্গে দু' হাতের দুটি আঙুল একেবারে বসিয়ে দিল কুমীরটির দু' চোখের মধ্যে। ভয়ে ও যন্ত্রণায় কুমীরটি জলের মধ্যে নেমে গেল। কুমীরটি জলে ডুবলো বটে, সরোজ তাতে ভয় পেল না মোটেই, সে আগের মতই বসে রইল। কুমীরটির দুটি চোখকে তখন সে কানা করে দিয়েছে। একটু পরেই কুমীরটি ভেসে উঠলো। খাদের কালো জল রক্তে লাল হয়ে উঠলো, সরোজ কিন্তু কুমীরের চোখের মধ্যে হাত পূরে তখনও তেমনি ভাবে বসে।

সরোজকে নিয়ে কুমীরটা আবার ডুবলো, আবার ভেসে উঠলো, সরোজ ঠিক তার মাথার উপর বসে আছে।

—এমনি ডোবা-ভাসাই চললো ক'বার। শেষে কুমীরটা আর ভেসে উঠলো না, সরোজ একাই ভেসে উঠলো সাঁতরে। পাহাড়ের একটি গুহা দেখা যাচ্ছিল তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালো।

ব্যাপারটা যেন সার্কাসের একটি খেলা। দেখতে দেখতে সকলেই নিজের অবস্থার কথা ভুলে গেছিল।

ও পাশের গুহাটার মধ্যে দাঁড়িয়ে সরোজ হাঁক দিলে—আপনারা এখানে চলে আসুন বিনয়বাবু, ওখানকার পাঁকের

মধ্যে বড় বড় জোঁক আছে, আপনাদের গায়ের রক্ত শুষে শেষ করে দেবে।

জোঁকের কথা শুনেই এদের দেহে যেন প্রাণ এল। তিন-জনেই তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করলে—কাদা ঠেলে, জলে সাঁতরে ওদিককার গুহায় গিয়ে পড়তে বেশীক্ষণ লাগলো না। গুহাটীর মধ্যে গিয়ে ভিজে জামাজুতো তারা খুলে ফেললে, গায়ের সব কাদা ধুয়ে গেছিল সাঁতরে আসার সময়েই, সুখের বিষয় একটাও জোঁক তাদের ধরেনি। কিন্তু ভিজে হাফ্-প্যাণ্ট পরে' সকলের কেমন শীত-শীত করতে লাগলো, তার উপর পাহাড়ী গুহা ঠাণ্ডাতো হবেই। চারজনে গোল হয়ে বসলো। গুহাটী খুব লম্বা, ভিতর দিকটা ভয়ানক অন্ধকার, কিছুই ঠাহর হয় না। মাঝে মাঝে অন্ধকারে তারার মত কী কতকগুলি চিক্‌মিক্ করছে।

—অদ্ভুত সাহস আপনার···সনিই প্রথমে কথা বললে।

সরোজ হাসলে, হেসে বললে—যখনই বিনয়বাবু আমায় বললেন, উপর থেকে আমাদের নীচে কুমীরের গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দেবে, তখনি ভেবেচিন্তে আমি একটি মতলব ঠিক করে ফেললুম—মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন একবার বাঁচবার জন্য শেষ চেষ্টা করতে ক্ষতি কী! জংলীটাকে জড়িয়ে ধরেই লাফিয়ে পড়লুম, না হলে ওর বল্লমটিতো পেতুম না!

বিনয়বাবু এবার বললেন—এদের কথা আমি আগে

থেকেই শুনেছি, কত বিদেশীই যে এর পেটে গেছে—আহা!

—ওগুলো কী ঝিক্‌মিক্ কর্‌ছে বলুন তো?—ডেভিড্ জিজ্ঞেস কর্‌লে।

—খুব সম্ভব হীরে, আমি একটি কুড়িয়েছি, দেখুন তো—সরোজ প্যাণ্টের পকেট থেকে একখানি বড় হীরে বাহির করে মাঝখানে রাখলে।

সেটিকে তুলে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বিনয়বাবু বললেন—হীরে-ই! আমি শুনেছি পূজোর দিনে কুমীর দেবতাকে ওরা হীরে, মুক্তো, খাবার অনেক ফেলে দেয়, সে-গুলোই এখানে জমা হয়েছে।

—খাবারও ফেলে দেয়?

—হাঁ, সেইরকমই তো শুনেছি।

—এগুলো হীরে, অতো হীরে সব ঝিক্‌মিক্ করছে, আমরা তাহলে আজ থেকে বড়লোক হয়ে গেলুম্...সনি বলে উঠলো।

—কিন্তু হীরে মুক্তো তো লোককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, বাইরে বেরুবার একটা পথ বার করতে হবে।

—আমি ওগুলো জড় করে আমাদের জামাগুলোয় বেঁধেনি।

—তা করতে পার, কিন্তু বাইরে বেরুবার পথ না হলে অত হীরে মুক্তোর কোন দামই নেই।

—যে পথে এলুম, সে পথে ফেরা যায় না ?

—অসম্ভব, অতটা উঁচুতে উঠবেন কেমন করে ?

—ওই কুমীরটা এখানে এলো কেমন করে, ওপর থেকে কি আমাদের মত ফেলে দিয়েছিল ?

—হতেও পারে, তবে ওটা অনেকদিন এখানে ছিল।

—আমার কিন্তু মনে হয়, গুহাটী যে ভাবে ভিতর দিকে চলে গেছে, এর মধ্যে কোন পথ আছে নিশ্চয়ই, সেই পথটি নদীর খুব কাছে, তাই কুমীরটি কোন রকমে চলে এসেছিল এই গুহার মধ্যে—সেই পথ দিয়ে—

—হতেও পারে, আচ্ছা একবার দেখতেই বা দোষ কি! ডেভিড্ চলতো আমার সঙ্গে,···বলে সরোজ ডেভিডের হাত ধরে গুহার ভিতর দিকে চলে গেল, যাবার সময় বলে গেল —বিনয়বাবু, আপনি ও সনি হীরেগুলো ততক্ষণ জড় করুন—

অন্ধকারে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে কানার মত তারা অগ্রসর হোল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

অনেক হীরে কুড়িয়ে সনি এদের তিনটি জামায় বেঁধে ফেলেছে।

সরোজ ও ডেভিড্ আর ফেরে না।

—ওদের কী হোল ? একবার চেঁচিয়ে ডাকলে হয় না—

বিনয় কাকা ?···পিতার বন্ধু হিসাবে সনি বিনয়বাবুকে কাকা বলতো।

—বেশ, চেঁচিয়ে ডাক···সনি চীৎকার করে উঠলো—সরোজ বাবু, সরোজ—বা—বু—!

—খুব দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল,—যাচ্ছি—

একটু বাদেই সরোজবাবুর উচ্চস্বর শোনা গেল খুবই কাছে—বিনয়বাবু, আমরা নদীতে যাবার পথ পেয়েছি, পালাবার কোন অসুবিধে হবে না, ক'খানা নৌকাও দেখে এলুম সেখানে—

—এখান থেকে কতটা হবে ?

—প্রায় দু' মাইল।

—বেশ, একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর বেরুনো যাবে, দেখি যদি কিছু খাবার টাবার ওপর থেকে পড়ে—

বিনয়বাবুর কথা শেষ না হতেই উপর থেকে নানা রকম জিনিষ পড়তে লাগলো, ফলমূলই বেশী। কাদায় পড়ে পড়ে সব বসে যেতে লাগলো। দু'দিন কিছুই খাওয়া হয়নি, আজ অত ফলমুল দেখে আনন্দে তাদের চোখ চক্ চক্ করতে লাগলো।

ফলমূল খেয়ে, জল খেয়ে, সঙ্গে কিছু কিছু খাবার নিয়ে, হীরে ভর্ত্তি জামাগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে, তারা চললো।

অন্ধকার—যতই যায়, ততই অন্ধকার। শেষে এমন হোল যে আর কিছুই দেখা যায় না, তারা হাত ধরাধরি করে চলতে লাগলো।

চলেছে তো চলেছেই, পথের যেন আর শেষ নাই। উঁচু নীচু পাথরে পথে কতবার অন্ধকারে পায়ে বাধা লাগলো, শেষে যখন আর যাওয়া যায় না, এমন সময় সাম্‌নে গুহার অন্যমুখে অস্পষ্ট আলোর আভাষ দেখা গেল।

—ওই তো বাহিরে যাবার মুখ না, সরোজ বাবু? সনি জিগ্‌গেস করলে।

—হাঁ, আরেকটু জোরে পা চালিয়ে এস দিকি—

তাদের বুকে আবার আনন্দ এল, একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চারজন গুহার বাইরে এসে পড়লো।

হাত পঁচিশেক দূরেই নদীর জল, বর্ষাকালে বোধ হয় গুহার মুখ পর্য্যন্ত জলে ডুবে যায়। ছ'পাশে নিবিড় জঙ্গল, একটু দূরে কয়েকখানি নৌকা দেখা যাচ্ছে।

সরোজ বল্‌লে···এই গুহার মধ্যেই আমাদের বসে থাক্‌তে হবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। দিনের বেলা জংলীদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সন্ধ্যার পর আমি ওই নৌকা একখানি চুরি করে নিয়ে আসবো, অন্ধকারে সকলে নৌকায় চড়ে সরে পড়তে হবে।

সেই কথাই রইল, সকলে গুহার মধ্যে বসে বিশ্রাম করতে লাগলো।

যে কথা সেই কাজ।

সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বাঁধার একটু পরে সরোজ গিয়ে সেই নৌকাগুলির একখানি নিঃশব্দে চুরি করে আন্‌লে, তার গা দিয়ে তখন ঘাম ঝরছে।

সকলে একে একে উঠে বস্‌লো। কথা হোল নৌকা স্রোতের টানে ভেসে যাক, এক একজন পালা করে শুধু হাল ধরবে। দাঁড় টেনে জংলীদের ওই সহরের পাশ দিয়ে যাবার দরকার নেই, তার উপর দাঁড়টানার শব্দে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে!

নৌকো স্রোতের মুখেই ভেসে চললো।

রাত কাটল। সকাল বেলা দেখা গেল নদীটি বেঁকে এক গুহার ভিতর চলে গেছে। তাড়াতাড়ি নৌকা ডাঙ্গায় ভিড়াবার চেষ্টা করা হোল, কিন্তু ডাঙ্গায় ভিড়লো না, জলের টান ভয়ানক, নৌকো ছুটে চললো গুহার দিকেই।

সকলে ভয় পেয়ে গেল। বিনয়বাবু বললেন—ভয় পাবার কোন কারণ নেই, নদীটি নিশ্চয়ই পাহাড়ের অপরদিকে বেরিয়ে গেছে, এত জল তো আর পাহাড়ের ভিতর জমা হচ্ছে না।

নৌকা গুহার খিলানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল।

অন্ধকার, ক্রমেই ঘন অন্ধকার। শেষে কোথা দিয়ে কী ভাবে নৌকো চলেছে তাও আর বোঝা গেল না। এখনি হয়তো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকাখানি গুঁড়ো হয়ে যাবে, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সকলে চুপ করে বসে রইল। কেবল মাঝে মাঝে সরোজ মাথার উপর হাত তুলে দেখছিল গুহার ছাদ সে ছুঁতে পারে কি না। হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে সে বলে উঠলো···সকলে নৌকোর উপর শুয়ে পড়, গুহার ছাদটা ভয়ানক নীচু হয়ে আসছে, মাথায় লাগবে।

সকলে শুয়ে পড়লো. নৌকো ছুটে চল্‌লো।

সনি হঠাৎ বল্‌লে—নৌকোটা যদি গুহার মধ্যে আট্‌কে যায় সরোজ বাবু?

—তাহ'লে আমরা জলে নেমে চিৎ সাঁতার কেটে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যাব।

—নদীটা যদি পাতালে গিয়ে থাকে?

—সে যা হয় দেখা যাবে।

সনির অনেকক্ষণ ধরে তেষ্টা পেয়েছিল, এবার সে আঁজলা ভরে জল পান করার জন্য নৌকো থেকে হাত বাড়ালে, নদীর জলে হাত লাগতেই সে চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলে,—জল বেজায় গরম, যেন এইমাত্র ফোটানো হোল। বিনয় বাবুকে জিজ্ঞেস করলে—জলটা এত গরম কেন বিনয় কাকা?

—নদীর জল ?

—হ্যাঁ !

সকলে একসঙ্গে জলে হাত দিয়েই টেনে নিলে, সত্যি জল যেন ফুট্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে গুহার ছাদে হাত দিয়ে সরোজ দেখলে পাহাড়টাও ভয়ানক গরম। সে বললে—আমরা সম্ভবতঃ একটি আগ্নেয়গিরির মধ্যে এসে পড়েছি।

—তাহলে উপায় ?

—উপায় আর কি, যেমন এগিয়ে যাচ্ছি এমনি ভাবে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।

—তাহলে কী গরমজলে সিদ্ধ হয়ে মরবো নাকি ?

—এখন তা কিছুই বলা যায় না, সকলে আবার চুপ করলো, এমন ভাবে আগ্নেয়গিরির মধ্যে পুড়ে মরার কথা কে ভেবেছিল ? এর চেয়ে জংলীদের সঙ্গে লড়াই করাও তো ভালো ছিল। এদিকে না এলেই তো হতো,—মনে মনে সকলে সরোজের বুদ্ধিকে গালি দিতে লাগলো।

এম্‌নি গরম, আর বুঝি নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। বুকে টান ধরে, মাথা ঝিম ঝিম কর্‌তে থাকে। গায়ের চামড়া যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। বাতাস নেই।

সহসা আলো দেখা গেল। সাঁ সাঁ করে নৌকোখানি খানিকটা এগিয়ে এসেই একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এল,

সামনেই হু-হু করে আগুন জ্বলছে। অত্যন্ত অসহ্য গরম! আগুনের আভায় সেখানটা লাল হয়ে গেছে, জলের উপর আগুন জ্বলছে গণ গণ করে! নৌকোখানি আগুনের দিকেই এগিয়ে গেল। কেউ আর ভালো করে তাকাতে পারলো না, চোখ ঝলসে যাচ্ছে। সকলে চোখ বুঁজলে, আর নৌকো শুদ্ধ আগুনে জ্বলে মরার অপেক্ষা করতে লাগলো।

সরোজ তখনও বুদ্ধি হারায়নি।

হালের পাশেই সে বসেছিল। নৌকোখানি আগুনের দিকে এগিয়ে যায় দেখে, হালখানাকে সে প্রাণপণ শক্তিতে বেঁকিয়ে ধরলে পাশ কাটাবার জন্য—যদি পাশ কাটানো যায়, কিন্তু বেশীক্ষণ সেভাবে হালখানা সে ধরে থাকতে পারলে না, উত্তাপে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, হাত পা অবশ হয়ে এল, সে জ্ঞান হারিয়ে নৌকার হালের উপরেই লুটিয়ে পড়লো।

প্রথমে সরোজেরই জ্ঞান হোল। চোখ মেলে সে যা দেখ্‌লে, তা তার বিশ্বাস হোল না, ভাল করে চোখ দুটিকে দু'হাতে রগ্‌ড়ে নিয়ে সে ভাল করে আরেকবার দেখলে—নাঃ সত্যিই! একখানি ঘরের মধ্যে সুন্দর একটি বিছানার উপর সে শুয়ে আছে! দেয়ালে তলোয়ার ও ঢাল সাজানো, খাটখানাও বেশ ভাল, বিছানাও দামী, বেশ ধনীর বাড়ী বলে মনে হয়।

এখানে সে এল কেমন করে তাই ভেবে সে অবাক্ হোল ; দলের বাকী সব গেল কোথায় দেখবার জন্য সে বিছানার ওপর উঠে বস্‌লো।

ঘরখানি বেশ বড়, আসবাব পত্রও চমৎকার। ওপাশে আরেকখানি খাটে বিনয় বাবু শুয়ে, বেশ স্বচ্ছন্দে তার নাক ডাক্‌ছে! কিন্তু ডেভিড আর সনি গেল কোথায়? সবাই তো এক নৌকায় ছিলুম, বাঁচলে সকলেই বেঁচেছে। তাহলে তারা নিশ্চয়ই অন্য একটা ঘরে আছে। যাক্ বিনয় বাবুকে এখন তো ডেকে তুলি। তারপর বাড়ীর কর্ত্তার কাছে তাদের সন্ধান নিলেই চলবে, ভেবে খাট থেকে নেবে বিনয় বাবুর পাশে গিয়ে সরোজ ডাকলে—বিনয়দা,—অ—বিনয়দা!

সহজে কি আর বিনয়দা'র ঘুম ভাঙে? কতক্ষণ ডাকা-ডাকি করার পর ঘুম ভাঙলো। ঘুম তো ভাঙলো, কিন্তু খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে বিনয়দা তাকিয়ে রইলেন ঘরখানির পানে,—কথা বলবেন কি! কতক্ষণ বাদে বিনয়দা'র মুখ থেকে কথা বেরুলো, "সরোজ, আমরা তাহলে বেঁচে গেছি, এ্যাঁ?"

—তাতো আমিও দেখ্‌ছি ; কিন্তু···

—কিন্তু কি?

—ডেভিড আর সনিকে তো এখানে দেখছি নে'

বিনয়দা এবার উঠে বস্‌লেন—ডেভিড আর সনি নেই,

কোথায় তারা? কে আমাদের বাঁচালে বল দেখি? এ কাদের বাড়ী?

—তা আমি কিছুই জানিনে। তবে চলুন আমরা দু'জনে বাইরে গিয়ে বাড়ীর কর্ত্তার কাছ থেকে সব খবর নিইগে।

বিছানা থেকে নামতে নামতে বিনয়দা বললে—কর্ত্তা কে? কোথায় আছে?

সরোজ হাসলে, বললে—আমি নিজে এখনও ঘরের বাইরে যাইনি, অত খবর আমি এখন আপনাকে দেব কেমন করে? চলুন আগে বাইরে যাই, তবে তো!

—তুমি এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—বেশ চল, বলে বিনয়দা সরোজের হাত ধরে বাইরে আসবার জন্যে যেই ঘরের দরজার কাছে এসেছেন, অমনি দুদিক থেকে দুটি বাঘের মত প্রকাণ্ড বুলডগ্ পথ রুখে গর্জ্জন করে উঠলো—গোঁ-গোঁ!

তথাপি সরোজ যেই আরেক-পা এগিয়েছে অমনি একটা কুকুর একেবারে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে আর কি! সরোজ দু'পা পিছিয়ে গেল। কুকুরটিও ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্ শব্দে রাগ জানিয়ে দিলে।

বিনয়দা বুঝলেন,. বললেন—থাক্ আর বাইরে গিয়ে দরকার নেই।

সরোজ ঘরের মধ্যে ফিরে এসে হতাশ ভাবে বিছানাটার উপর বসে পড়ে বললে—দরকার আছে কিন্তু পথ নেই। আমার মনে হয়, আমরা পাছে বাইরে যাই, সেইজন্য কুকুর দুটোকে এখানে এইভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। এতে এদের নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে।

বিনয়দা চিন্তিত ভাবে বল্‌লেন—তাতো বুঝতেই পাচ্ছি। তবে ডেভিড্ আর সনি···

বিনয়দার কথা শেষ হবার আগেই একজন সাহেব এসে তাদের ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লো। বেশ জোয়ালো চেহারা, চোখ দু'টোর পানে তাকালে দুর্দ্দান্ত লোক বলে মনে হয়। তবে সাহেব বঁলে যা ভরসা। ঘরের মধ্যে ঢুকেই নমস্কার জানিয়ে সে বললে—Good morning, young men.

বিনয়দা ও সরোজ একসঙ্গে বলে উঠলো—গুড্ মর্নিং স্যার!

পরিষ্কার ইংরাজীতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলে—আপনারা ?

সরোজ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—আমরা—আমরা চারজন।

—তা জানি, সেকথা বলছিনে, আপনারা কোথাকার লোক, তাই জিজ্ঞেস করছি।

—আমরা দু'জন বাঙালী,—ভারতীয়···

—আর যে দুজন ওঘরে রয়েছে ?

—ওঃ ওরা—সনি আর ডেভিড—ওরা ইংরাজ! ওরা ভাল আছে সাহেব, আমাদের নিয়ে চলুন না ওদের ঘরে?

সাহেব গম্ভীর হয়ে বললে,—না, ওদের ঘরে আমি আপনাদের যেতে দোব না!…"হুঁ—ওরা ইংরাজ তা আমি আগেই বুঝেছিলুম!…যাক্ ভালই হয়েছে আমার হাতে পড়েছে, শত্রুর শেষ রাখবো না…ওরাই আমাদের ভারত থেকে তাড়িয়েছে, ওরাই দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নকে দ্বীপান্তর দিয়েছিল…ইংরাজ!

সাহেবের রকম দেখে সরোজ চুপ করে গেল। বিনয়বাবু শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে সাহেব?

সাহেব ততক্ষণ নিজেকে অনেকটা শান্ত করে ফেলেছে, বললে—নাঃ, কিছু হয় নি!

সরোজ বলে বসলো—আমাদের বন্ধুদের কাছে আমাদের নিয়ে যাবেন সাহেব?

সাহেবের চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলে উঠলো, বললে —না, তাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে না, তাদের কথা নিয়ে তোমরা বেশী মাথা ঘামিও না, এখুনি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে নাও—বলে সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এরা আর কিছু বলার মত অবসর পেল না, তবে সাহেব লোকটি যে বড় সুবিধার নয়, তা তারা দু'জনেই বুঝতে পারলে।

কতক্ষণ বাদে একটা লোক কিছু খাবার নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো, সে কোন জাতের লোক ঠিক বোঝা গেল না, খাবারের থালাটা সামনে রেখে ইংরাজীতে সে বললে—আপনাদের দু'জনের জন্য খাবার—ঝোল আর রুটী।

লোকটি বেরিয়ে যাচ্ছিল, কি ভেবে সরোজ ডেকে বললে—শোনো!

লোকটি ফিরলো।

—তোমাদের কর্ত্তার নাম কি বলতো, কোথাকার লোক?

—নাম জানিনে,তবে ফরাসী সর্দ্দার নামেই তিনি বিখ্যাত।

—এ যায়গাটা কোথা বলতো? কোথায় আমরা এসে পড়েছি?

ওদিক থেকে বিনয় বাবুও বলে উঠলেন,—আচ্ছা আমাদের আর দু'জন লোক কেমন আছে বলতো?

—সব ভাল, সব ভাল,একটু বাদেই কর্ত্তার মুখ থেকেই সব শুনতে পাবেন এখন···বলে লোকটি হাসতে হাসতে চলে গেল।

সরোজ বিনয়বাবুর মুখের পানে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকালো···বিনয় বাবুও ব্যাপারটি বুঝতে পারছিলেন না, তবে সরোজকে সাহস দেবার জন্য তার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—Cheer up, cheer up! পরের কথা পরে, এখন তো আমরা পেট ভরে খেয়ে নি।

দু'জনে খেতে বসলো।

খাওয়া যখন শেষ করে তারা সবেমাত্র উঠে বসেছে, এমন সময় সেই চাকরটি এসে বিনয় বাবুর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আগ্রহভরে চিঠিখানা খুলে ফেলেই সরোজ পড়তে সুরু করে দিলে—

মাননীয় মহাশয়েরা,

আপনারা আমার আশ্রয়ে এসে উঠেছেন। আপনাদের সেবা করতে সব সময়েই এ অধম তৈরী আছে, তবে আপনাদের আমার কাছে দীক্ষা নিতে হবে, আশ্রিতদের আমি দীক্ষা দি—আমার এখানে এই নিয়ম। আজ সন্ধ্যায় আপনাদের দীক্ষা হবে। তৈরী থাকবেন—ইতি

—ফরাসী সর্দ্দার

ব্যাপারটা কি বলুন তো—সরোজ বিনয় বাবুর মুখের পানে চাইলে।

—কিছুই তো বুঝছিনে, তবে সনি আর ডেভিডের কি হোল, তাই ভাবছি।

কিন্তু ভেবে আর কি লাভ হবে! জিজ্ঞেস করার মত তো কাছে কেউ নেই। অনেকক্ষণ আলোচনা করে ঠিক হোল,

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যে দুটো বুল্‌ডগ্‌ দরজার কাছে বাঁধা আছে!

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি করেই যে কাট্‌লো!

শেষে সন্ধ্যা হবার কতক্ষণ পরে দু'জন লোক ভিতরে এসে বললে—চলুন, সর্দ্দার হুকুম দিয়েছে।

তারা বেরিয়ে পড়লো। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, দেখলেই বেশ বোঝা যায়, সেকালের একটা পুরাণো কেল্লা। প্রাঙ্গনের দু'পাশে সৈন্যদের দু'সারি ব্যারাক্‌। মাঝে মাঝে কেরোসিনের আলো জ্বলছে, তাতে ভাল করে দেখাই যায় না। কতখানি এসে নীচে নামবার একটা সুড়ঙ্গের মুখে তারা দাঁড়ালো, একজন একটা মশাল জ্বালিয়ে নিলে। তারপর চারজনে নীচে নাবতে আরম্ভ করলো। কতক্ষণ নাবার পর তারা বেশ বড় একটা ঘরে এসে পড়লো। একপাশে কি একটা ঠাকুরের প্রতিমা বলে মনে হয়, সাম্‌নেই হোমের মত খানিকটা আগুন জ্বলছে। আগুনের সামনে একজন লোক বসে। গলায় পৈতে দেখে ব্রাহ্মণ মনে হয়, আর তারই সাম্‌নে ফরাসী সর্দ্দার বসে, আর তাকে ঘিরে বসে আছে একদল লোক।

এরা সর্দ্দারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সর্দ্দার একটা ইঙ্গিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে দু'জন লোক সনি আর ডেভিডকে নিয়ে এল সর্দ্দারের সাম্‌নে। সর্দ্দার একবার সকলের মুখের পানে তাকিয়ে নিয়ে বলতে সুরু করলে—দেখ তোমরা

বন্ধু আমি জানি। তোমরা দু'জন ইংরাজ আর দু'জন বাঙালী। বাঙালী দু'জনকে আমাদের দলে ভর্ত্তি হতে হবে। আজ তোমাদের দেবীর কাছে তোমাদের দীক্ষা হবে,—আমি তোমাদের যা বলবো তাই করবে,—তোমাদের আমি জীবন রক্ষা করেছি, তোমরা আমার কাছে আমরণ ঋণী। আর তোমাদের বাকী দু'জন ইংরাজ, আমার জাতির চিরশত্রু, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নকে তোমরা নির্ব্বাসিত করেছ, ডুপ্লেকে তোমরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে দাওনি, তোমরা আমার এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না। হয় তোমাদের কালীমায়ের কাছে বলি দেবো, নয় ত এই কেল্লার বাইরে পাহাড়ের উপর থেকে হাত-পা বেঁধে তোমাদের নীচে গড়িয়ে দোব।—এরমধ্যে থেকে তোমরা পছন্দ কর, কি ভাবে তোমরা মরতে চাও।

সনি তো ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লো। বিনয়বাবু বললেন —আপনি ওদের ভুল বুঝেছেন, ওরা তো আপনার কোন ক্ষতি করে নি,……

—তা আমি জানি, আপনি চুপ করুন, আমার কথার কোন নড়চড় হবে না,—বজ্রের মত গম্ভীর স্বরে সর্দ্দার বিনয়-বাবুকে ধমক দিলে। তারপর ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে বললে—তোমাদের দু'দিন সময় দিলুম, কি ভাবে মরবে ভেবে নাও,…এদের নিয়ে যাও।

একজন লোক তাদের নিয়ে গেল।

সর্দ্দার কতক্ষণ দলের লোকের সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বললে। সরোজ ওদিকে ছটফট্ করে উঠেছে, দেখে বিনয় বাবু তাকে আস্তে আস্তে বললেন—অত ব্যস্ত হয়োনা, আমি একটা উপায় ঠিক করে ফেলেছি!

—কী?

—পালানো।

—এর মধ্যে থেকে?

—না পরে বলবো। এখন আমি যা করি তুমিও তাই করবে, ভয় পেয়ো না।

—আচ্ছা।

আলোচনা শেষ করে ফরাসী সর্দ্দার ব্রাহ্মণটিকে কি বললে। ব্রাহ্মণ উঠে এসে এদের দু'জনকে প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে দিলে। তারপর সর্দ্দার উঠে এসে তাদের একেবারে প্রতিমার সাম্‌নে নিয়ে গিয়ে বললে—তোমাদের দেবীর চরণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

—কি বলতে হবে বলুন?

—আগে দেবীর পা স্পর্শ কর।

বিনয়বাবুর বুক কেঁপে উঠলো। দেবীর পা স্পর্শ করে যে প্রতিজ্ঞা করবে, তার তো অন্যথা করা চলবে না, কিন্তু এখানে না করেও তো উপায় নেই। কাজেই তিনি দেবীর

পায়ে হাত দিলেন, মানে, সকলেরই মনে হোল পায়ে হাত দিয়েছেন কিন্তু হাতখানি দেবীর চরণ স্পর্শ করলো না। সরোজ তা লক্ষ্য করলো সেও বিনয়বাবুর মতই হাতখানি রাখলো দেবীর চরণের উপর।

সর্দ্দার এবার বললে—বল, আমি আজ হতে আমরণ, সর্দ্দারের কাছে ঋণী রইলুম। সর্দ্দার আমার প্রাণ রক্ষা করেছে, তার প্রত্যেক কথাই আমি প্রাণ দিয়ে পালন করার চেষ্টা করবো। আমরা······

—এরা দেবীর পা স্পর্শ করেনি সর্দ্দার !

প্রতিজ্ঞা বাধা পড়লো। সর্দ্দার ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাইলেন। ব্রাহ্মণ আবার বলে উঠলো—এরা দেবীর পা স্পর্শ করেনি সর্দ্দার !

"এ্যাঁ !" সর্দ্দারের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো, তিনি চীৎকার করে উঠলেন—আমার সঙ্গে চালাকী ? সয়তান ! এদের এখুনি কতোল্ কর···না, না, এখন তার দরকার নেই। এদের আর দু'জন যে চোর কুঠ্রীতে বন্ধ আছে তাদের ঘরে এদেরকেও রেখে এস ! জল পর্য্যন্ত দেবে না।—শয়তানের দল।

সর্দ্দার রাগে কাঁপতে লাগলো, দু'জন রক্ষী সরোজ ও বিনয়বাবুর হাত ধরে নিয়ে গেল।

ওপরে সৈন্য ব্যারাকের একপাশে একখানি ঘরের ভিতর এদের রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রক্ষী দু'জন চলে গেল। রক্ষী চলে যেতেই সনির গলা শোনা গেল—কে ?

—আমরা।

কেউই আশা করেনি এত শীগ্গীর তাদের মধ্যে দেখা হয়ে যাবে। এমন বিপদের মধ্যেও চারজন বন্ধু পরস্পরকে কাছে পেয়ে কি আনন্দ যে পেলে, তা লিখে বোঝানো যাবে না। কতক্ষণ বাদে আনন্দের রেশটা একটু কমলে, কথা উঠলো···এখন কি করে বাঁচা যায়।

অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর বিনয়বাবুর মতলবটাই

স্থির হোল, সকলে সে মতলব মত কাজ করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো।

সুযোগ মিল্‌লো।

পরদিন সন্ধ্যার একটু পরে একজন লোক দরজাটি খুলে ভিতরে এসে বললে—আপনাদের যেতে হবে, সর্দ্দার ডাক্‌ছে।

—চল···বলে বিনয়বাবু সকলের আগে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর লোকটী এদের নিয়ে যাবার জন্য যেই পিছু ফিরেছে অম্‌নি বিনয়বাবু লাফিয়ে পড়লেন তার ঘাড়ের উপর। লোকটি একটু চীৎকার করার সুবিধা পর্য্যন্ত পেল না, গলাটা টিপে ধরে সকলে মিলে তার মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় দিয়ে হাত, পা ও মুখ বেঁধে ফেল্লে, বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি তারসঙ্গে কাপড়-জামাটা বদ্‌লে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লেন। আসবার সময় ঘরের মধ্যে দেয়ালে সাজানো তলোয়ার, টাঙি যা ছিল, এক একজন এক একখানি করে সঙ্গে নিলেন।

বাইরে আব্‌ছা অন্ধকারে কোন পথ দিয়ে বাইরে যাওয়া যাবে, তাই নিয়েই গণ্ডগোল বাধলো। সোজা সদর ফটক দিয়ে বেরুতে গেলে আবার ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। আর চারজন লোক অত লোকের সঙ্গে পারবে কি করে?

শেষে বিনয়বাবু কোথা থেকে একটা বাঁশ জোগাড় করলেন, বাঁশটাকে কেল্লার দেয়ালের একপাশে হেলিয়ে দিয়ে, হাতের

তলোয়ার দিয়ে নিঃশব্দে খানিকটা মাটি খুঁড়ে গেঁথে ফেললেন, তারপর এদের বললেন—উঠে যাও একে একে।

সকলে একে একে বাঁশ বেয়ে উঠে এল কেল্লার ছাদে।

ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে। কেল্লার ছাদের উপর চাঁদের আলোয় ঘুরে ঘুরে এরা দেখে চারিপাশে পরিখা কাটা, কি করে পার হবে তাই হোল দুর্ভাবনা। সাঁতারের শব্দ হলেই লোকেরা এসে ধরবে যে!

হঠাৎ দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বিনয়বাবু বললেন—ওটা একটা নদী না?

সকলে দেখলে সত্যি একটি নদী। জল চিক্‌চিক্ করছে রূপোর মত! সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড লাফিয়ে উঠলো—good luck! good luck!

—কি হয়েছে?

—এই নদীর সঙ্গে এই পরিখার জলের যোগ আছে, ওই দেখ একখানা ষ্টীমার লঞ্চ!

সকলেই দেখলে, দূরে পরিখার পাশে কি একটা রয়েছে ষ্টীমার লঞ্চের মত, এতক্ষণ ওটা কারুরই চোখে পড়েনি।

ষ্টীমার লঞ্চে গিয়ে উঠতে তাদের দশ মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। ডেভিড এরোপ্লেন, ষ্টীমার লঞ্চ সব কিছুই চালাতে জানতো, কতক্ষণের মধ্যে কলকব্জা ঠিক আছে দেখে সে লঞ্চ ছেড়ে দিলে।

'ভট্‌ভট্' করে শব্দ হতেই চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। লোকজন আসতে-আসতে এরা নদীর মুখে এসে পড়লো। ওদিক থেকে লোকগুলো তখন ছুটে আসছে। ষ্টীমার লঞ্চে ছোট একটি মেসিনগান্ ছিল, সরোজ তার মুখ ঘুরিয়ে দিলে, গান্ গর্জ্জন করে উঠলো—গুড়ুম ! গুড়ুম !!

বিনয়বাবু তখন ম্যাপ আর বাইনোকিউলার নিয়ে বসে গেছেন···বললেন—ঠিক হয়েছে, চালাও দক্ষিণে, বাঁ দিকে—বাঁ দিকে, মাইল দশেক দূরেই একটা বড় সহর আছে।

সনি জিজ্ঞেস করলে—আমরা এ কোন জায়গায় এসে পড়েছি বিনয় কাকা !

—ম্যাডাগাস্কারে। আফ্রিকার কাছে এক বড় দ্বীপে এই দেখ ম্যাপের এই লাল ফুটকীটি হচ্ছে ওই ডাকাতের কেল্লা। এই নদীর মাইল দশেক যেতে পারলেই আমরা এই সহরটায় গিয়ে পড়বো···বিনয়বাবু ম্যাপে দেখিয়ে দিলেন।

ডেভিড তখন বাঁ দিকে মোটর লঞ্চের মুখ ঘোরাচ্ছে সরোজের গান্ও তখন গর্জ্জন করে চলেছে- -গুড়ুম- -গুড়ুম শত্রুকে সে এগিয়ে আসার সুযোগ দেবে না আবার তারা নিজের প্রাণ রক্ষা করবেই !

-শেষ-